জেল থেকে পালাতে গিয়ে ১২৯ বন্দি নিহত কঙ্গোয়

সারে-জমিন

রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন উপপ্রধান

রূপসী বাংলা

বুলডোজার নীতি: উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হুঁশ ফিরবে কি

সম্পাদকীয়

গান্ধি মূর্তির পাদদেশে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে সভা

সাধারণ

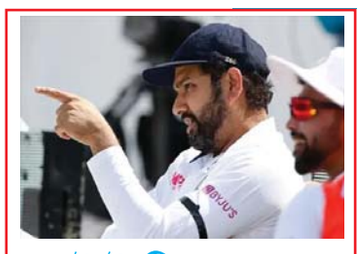

টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল ইংল্যান্ডেই, সিদ্ধান্ত আইসিসির

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৯ ভাদ্র ১৪৩১
২৯ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 240 ■ Daily APONZONE ■ 4 September 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

স্বাস্থ্য ভবনের হাতে সাসপেন্ড সন্দীপ ঘোষ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: অবশেষে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। গত ১৬ অগস্ট থেকে টানা ১৫ দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সোমবার রাতে সিবিআইয়ের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করে। সেই গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টা পরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড করে স্বাস্থ্য দফতর। গত ৯ অগস্ট হাসপাতালের সেমিনার হলে পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ যখন উদ্ধার হয় সেই সময় হাসপাতালে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে ছিলেন সন্দীপ ঘোষ। হাইকোর্টের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্ত ভান্ডায় সিবিআই। প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে নিশানা করে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা। তার পদত্যাগের দাবি জানান তারা। আন্দোলনের চাপে পড়ে সন্দীপ ঘোষ নিজেই প্রিন্সিপাল পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর সন্দীপ ঘোষকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করে স্বাস্থ্য দফতর। সেখানেও তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়।

বিধানসভায় পাশ হল ধর্ষণ বিরোধী ‘অপরাজিতা’ বিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে রাজ্যের নতুন ধর্ষণ বিরোধী আইন পাস হয়েছে। ‘দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড বিল ২০২৪’ (ওয়েস্টবেঙ্গল ক্রিমিনাল ল’জ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৪) বিলটি পাস হয়। এর মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গই দেশের প্রথম কোনও রাজ্য, যারা ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ ও শিশুদের যৌন নিপীড়নবিরোধী কেন্দ্রীয় আইনে সংশোধনীর উদ্যোগ নিয়েছে। আর জি কর হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিলটি পাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিলটি এখন অনুমোদনের জন্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে পাঠানো হবে। তিনি অনুমোদন দেওয়ার পর এটি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পাঠানো হবে। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করলে তা আইনে পরিণত হবে। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে বিলটি উত্থাপন করেন। এরপর বিধানসভায় এ নিয়ে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি অনুরোধ করেন, তিনি যেন বিলটি অনুমোদন করতে রাজ্যপালকে আহ্বান করেন। মমতা বলেন, ধর্ষণ মানবতার

বিরুদ্ধে অভিশাপ এবং এ ধরনের অপরাধ রোধে সামাজিক সংস্কার প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বিলটি পাস হয়ে গেলে আমরা পুলিশের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স গঠন করব যাতে সময়সীমার মধ্যে তদন্ত শেষ করা যায়।

বিলটিকে “অন্যান্য রাজ্যের জন্য ঐতিহাসিক এবং মডেল” হিসাবে প্রশংসা করে মমতা বলেন, এই প্রস্তাবিত আইনের মাধ্যমে তাঁর সরকার ক্ষতিগ্রস্থ এবং তাদের আত্মীয়দের ন্যায়বিচারের দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনগুলিতে বিদ্যমান ফাঁকফোকরগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটের মতো রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার অস্বাভাবিক বেশি। পশ্চিমবঙ্গে নির্যাতিত নারীরা আদালতে ন্যায়বিচার পাচ্ছেন। কেন্দ্রে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল পাস করার আগে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি, আমরা চেয়েছিলাম নতুন সরকার গঠনের পর এ নিয়ে আলোচনা হোক। বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ধর্ষণ বিরোধী বিলের লক্ষ্য দ্রুত তদন্ত, দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদান এবং শাস্তি বাড়ানো। প্রস্তাবিত আইনে ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। ধর্ষণের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সেক্ষেত্রে এই শাস্তি আমৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তবে ধর্ষণ করে খুনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড, অর্থাৎ ফাঁসি। ‘দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড বিল ২০২৪’ বিলে ধর্ষণের শাস্তি আমৃত্যু কারাদণ্ড কিংবা মৃত্যুদণ্ড এবং জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়ে মৃত্যু কিংবা কোমায় চলে যাওয়ার ঘটনায় ধর্ষকের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় আমৃত্যু কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। যিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, তাঁর নাম প্রকাশ, ধর্ষণ মামলায় অনুমতি ছাড়া বিচারপ্রক্রিয়ার বিবরণ প্রকাশ হলে তিন থেকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। ১৬ বছরের কম বয়সি নারীকে ধর্ষণ করলে ন্যূনতম সাজা ২০ বছর কারাদণ্ড কিংবা আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানার কথা বলা হয়েছে। ১২ বছরের কম বয়সী কাউকে ধর্ষণ করলে ন্যূনতম ২০ বছর কিংবা আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা কিংবা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে বিলে। আর ১৮ বছরের কম বয়সী নারী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হলে তাঁর সাজা হবে আমৃত্যু কারাদণ্ড ও জরিমানা অথবা মৃত্যুদণ্ড।

অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিলের ২১ দিনের মধ্যে অভিযুক্তদের শাস্তি দিতে বিলের বিধান অনুযায়ী একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। চিকিৎসক ও নার্সরা যেসব রুটে যাতায়াত করবেন সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকবে। এর জন্য রাজ্য সরকার ১২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

মুসলিম গরুপাচারকারী সন্দেহে গোরক্ষকরা ৩০কিমি ধাওয়া করে হত্যা করল হিন্দু ছাত্রকে

আপনজন ডেস্ক: হরিয়ানার ফরিদাবাদে আরিয়ান মিশ্র নামে ১২ বছর বয়সি এক হিন্দু ছাত্রকে গরু পাচারকারী সন্দেহে গাড়ি নিয়ে ৩০ কিমি তাড়া করে হত্যা করেছে ‘গোরক্ষকরা’।

উল্লেখ্য, গত ২৭ আগস্ট হরিয়ানার চরখি দাদরিতে পশ্চিমবাংলার বাসন্তীর পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিককে গোমাংস রান্নার সন্দেহে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও গোরক্ষকদের হাতে মৃত্যুর ঘটনা সামনে এল হরিয়ানায়।

যদিও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি বলেছিলেন, গ্রামবাসীরা গরুকেকে শ্রদ্ধা করে এবং যদি তারা কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি টের পায় তাহালে তাদের আটকাবে কার সাধ্যি। সেকথাই আবার প্রমাণিত হল।

তবে, এবার গোরক্ষকরা ভুল করে গরু পাচারকারী সন্দেহে হিন্দু যুবককে তাড়া করে গুলি করে হত্যা করল। সোশ্যাল মিডিয়ায় গোরক্ষকদের দ্বারা আরিয়ান মিশ্রকে তাড়া করে হত্যার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। জানা গেছে, আরিয়ান মিশ্র ২৩শে আগস্ট মধ্যরাতে তার বন্ধু হরষিত এবং শঙ্কিকে নিয়ে ডাস্টার গাড়িতে নুডলস খেতে বেরিয়েছিলেন। সেসময়ই তাদেরকে গোপাচারকারী বলে সন্দেহ করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্তরা পুলিশকে জানিয়েছে, তারা খবর পেয়েছিল যে কিছু গরু পাচারকারী

গোরক্ষকদের গাড়ি ধাওয়া করার চিত্র। (ইনসেটে) আরিয়ান মিশ্র

হরিয়ানা

বসেছিলেন শ্যাঙ্কি ও দুই মহিলা। অভিযুক্তরা তাদের গাড়ি থামাতে বললেও তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায়। তখন গরু পাচারকারী বলে নিশ্চিত হয়ে “গোরক্ষকরা” তাদের তাড়া করতে শুরু করে। প্রায় ৩০ কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে হরিয়ানার ফরিদাবাদের আগ্রা-দিল্লি জাতীয় সড়কের পালওয়াল টোল প্লাজার কাছে আটকে পড়ে গাড়িটি। সেসময় গোরক্ষকরা রাত তিনটের সময় তাদের সুজুকি গাড়ি থেকে আরিয়ান মিশ্রদের ডাস্টার গাড়িকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ডাস্টার এবং ফরচুনার এসইউভি ব্যবহার করে শহরে নজরদারি চালাচ্ছে। সেসময় একটি গাড়িতে থাকা গোরক্ষকরা ডাস্টারটিকে দেখতে পেয়ে থামার সংকেত দেয়। হরষিত বলে একজন ডাস্টার গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়ির পেছনে একটি গুলি পিছনের জানালা দিয়ে গিয়ে আরিয়ানের ঘাড়ের কাছে বিদ্ধ হলে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ এ্ ঘটনায় অনিল কৌশিক, বরুণ, কৃষ্ণ, আদেশ ও সৌরভ নামে গোরক্ষকদের গ্রেফতার করেছে। সমস্ত অভিযুক্তকে নগর আদালতে হাজির করার পরে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

গোরক্ষকদের হাতে নিহত আরিয়ান মিশ্রর বাবা সায়ানন্দ মিশ্র সংবাদ সংস্থা এনআইকে বলেন, আমার ছেলে আরিয়ান মিশ্র দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। আমি কিছুই জানতাম না। পরে জানতে পারি আমার ছেলেকে গরু পাচারের সন্দেহে গুলি করা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, গরু চোরাচালানের সন্দেহে কাউকে গুলি করার অধিকার কি কারও রয়েছে? মোদি সরকার যদি এমন অধিকার দিয়ে থাকে, তাহলে কেন? এ ঘটনায় ৫ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দায়িত্বে থাকা সিবিআই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM (3 Years)

কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

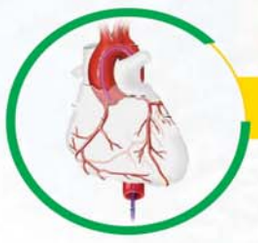

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর

ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত

MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

মসজিদে হাঁটু জল, সমস্যায় মুসল্লিরা

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: মসজিদে হাঁটু জল, এই ছবি মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাদশাহী সড়কের উপর বৈদনাথপুর গ্রামের। বর্ষার বৃষ্টি একটু বাড়লেই নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে গ্রামের প্রধান রাস্তা থেকে শুরু করে গ্রামের বড় মসজিদে দাঁড়িয়ে থাকছে এক হাঁটু সমান জল আর এই সমস্যার কথা বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিও মিলছে না কোন সুরাহা, আর যার যারে রীতিমতো ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মসজিদে যাওয়া মুসল্লি সহ গ্রামের সাধারণ মানুষদের যদিও সমস্যাটির কথা শোনার পর সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য দাবি করেন এই সমস্যা বহুবছর ধরে চলে আসছে। বিগত দিনে যে সমস্ত পঞ্চায়েত ভোট বা পঞ্চায়েত সদস্যরা গ্রামে ছিলেন তারা সমাধানের রাস্তা বের করেননি, যদিও বর্তমানে এ বছর বর্ষায় জল জমার পরেই সমস্ত সমস্যার কথা বর্তমান পঞ্চায়েত ভোটকে জানানো হয়েছে এবং তারা দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও বাসিন্দাদের দাবি পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে ব্লক অফিস এমন কি থানাতে জানিয়েও মিলছে না সুরাহা মূলত ব্যক্তিগত জমি জোটের কারণে গ্রামে নিকাশি ব্যবস্থার এই সমস্যা অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের দাবি তুলেছেন গ্রামের বাসিন্দারা।

নিজের প্রাণ দিয়ে অন্যের প্রাণ বাঁচালেন সিভিক পুলিশ

সাবের আলি ● সালার

আপনজন: সালারে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার নিজের প্রাণ দিয়ে বাঁচালেন পুলিশ অফিসারের প্রাণ। ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলা সালার থানার অন্তর্গত সালার অফিসপাড়ার। পরিবার সূত্রে জানা যায় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার এর কর্মস্থল ছিল নিউ টাউনশিপ থানা - দুর্গাপুর ২০ আগস্ট ভোর রাতে একটি গাড়িকে রিকভার করতে যায় ওই থানার পুলিশ সাথে ছিল ৩৫ বছরের শফিকুল আলম গাড়ি রিকভার করার সময় তাদের সামনে হঠাৎ করে চলে আসে একটা ডাম্পার গাড়ি জানা যায় ওই ডাম্পার চালক ছিল ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ পুলিশের লাইট দেখে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাই। রাস্তার এক পাশে ছিল পুলিশ অফিসার ও সিভিক ভলেন্টিয়ার শফিকুল আলম। শফিকুল আলম তখন দেখতে পাই যে ডাম্পার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অফিসারের দিকে আসছে সিভিক ভলেন্টিয়ার বিপদ বুঝেই লাফ মারে অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে অফিসার তখন এক নিরাপদ আশ্রয় গিয়ে পড়ে। আর সিভিক ভলেন্টিয়ার শফিকুল আলম ডাম্পার গাড়ির সাথে সজোরে ধাক্কা লাগে সেখানে লুটিয়ে পড়ে সিভিক ভলেন্টিয়ার শফিকুল আলম। যদিও ডাম্পার গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও দুর্গাপুর থানার প্রচেষ্টায় সেই গাড়িটিকে ধরতে সফল হয়। আর এদিকে শফিকুল আই সি ইউ তে নিজের জীবনের সাথে যুদ্ধ করেও দশ দিন পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। শফিকুলের পরিবারে আছে তার স্ত্রী ও এক ৬ বছরে কন্যা সন্তান। আজ অর্থাৎ রবিবার তার নিথর দেহ সালারের বাড়িতে এসে পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার থেকে প্রতিবেশী সবাই। এই ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা সালার জুড়ে।

রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালাতে হচ্ছে পঞ্চায়েত উপপ্রধানের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পঞ্চায়েত প্রধান মানেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে এক কাল্পনিক ছবি। পেল্লাই বাড়ি হবে, বিলাসবহুল জীবনযাপন হবে,তা কিন্তু নয়। রাজ মিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালান গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান।শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোটের উপ প্রধান জুল মহম্মদ ।তাঁর নেই কোনো আড়ম্বর,প্রাচুর্য্য।রোদে পুড়ে, জলে ভিজে রাজ মিস্ত্রির কাজ করে দিনশেষে ৫০০ টাকা মজুরি পাই তা দিয়েই জুটে রুজিরুটি।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,উপ প্রধান জুল মহম্মদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের মহেন্দ্রপুর গ্রামে।তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন তিনি। উপপ্রধান হওয়ার আগে পাঁচ বছর তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ছিল।গত পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল থেকে টিকিট না পেয়ে নির্দল থেকে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে জোটের উপপ্রধান হন তিনি।তবে উপ প্রধান হওয়ার পরেও তাঁর জীবনযাত্রা পাল্টায়নি।প্রতিদিন সকালে সাইকেল নিয়ে এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। এরপর রাজ মিস্ত্রির কাজে যান।সরকারি সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাঁকা পথে উপার্জনের লেশমাত্র নেই তাঁর জীবনে।তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতে ভালোবাসেন। উপ প্রধান বলেন,কোনদিন কারও কাছে হাত পাতিনি। পরিশ্রম করে সংসার চালানোর মধ্যে আলাদা আনন্দ রয়েছে। মিস্ত্রির কাজ করলেও কেউ আমাকে 'চোর'বলতে পারে না।

ব্যারিকেড ভেঙে বাম সমর্থকদের ভূমি ও রাজস্ব দফতর অভিযান

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘীতে মঙ্গলবার দুপুরে এক নাটকীয় ঘটনার সাক্ষী হলো সবাই, যখন সিপিআইএমের কৃষকসভা অর্থাৎ সারা ভারত কৃষক সভার উদ্যোগে এক কৃষক মিছিল করণদিঘী ভূমি রাজস্ব দপ্তরের (বি এল আর ও অফিস) সামনে পৌঁছে ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে। চাষার বেটাদের একত্রিত শক্তির সামনে পুলিশ এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে থাকে, আর সেই সুযোগেই রহুল আমিন, ভাস্কর দাস, সুফল হাঁসদা, চন্দন দাসের নেতৃত্বে মিছিলটি ব্যারিকেড ভেঙে অফিসের সামনে পৌঁছে যায়। মিছিলের উদ্দেশ্য ছিল ভূমি রাজস্ব দফতরের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ ডেপুটেশন জমা দেওয়া, যা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। করণদিঘী থানার সামনে থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন আনোয়ারুল হক, সুরজিৎ কর্মকার, উত্তম পাল, এবং মৈনুল হক। মিছিলকারীরা দাবি তুলেন, জমির রেকর্ডে চলছে দালালদের দৌরাত্ম্য, যা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। চাষীদের এই সাহসী পদক্ষেপ শুধু তাদের বঞ্চিত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে এক ধাপ নয়, বরং এটি ছিল প্রশাসনিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ।

রাজ্য হজ কমিটির উদ্যোগে হজ সচেতনতা

এম মেহেদী সানি ● মিনাখাঁ

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ্জ কমিটির উদ্যোগে হজ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো মিনাখাঁ ব্লক অফিসে। সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২ ও মিনাখাঁ ব্লকের ইমাম মোয়াজ্জেনদের নিয়ে হজ সচেতনতা শিবির থেকে হজে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করার পাশাপাশি হজে যাওয়ার ক্ষেত্রে কী ভাবে আবেদন করা যায়, কী ভাবে টাকা জমা দিতে হয়, হজে যাওয়ার ক্ষেত্রে কি কি প্রক্রিয়া রয়েছে তা তুলে ধরেন রাজ্য হজ কমিটির আধিকারিক আলহাজ্ব আইয়ুব আলী। ইমাম মোয়াজ্জিনদেরকে প্রত্যেকটি মসজিদের জুম্মার দিনে হজের গুরুত্ব আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি । এ দিন হজ সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য হজ্জ কমিটির সদস্য কুতুবুদ্দিন তরফদার, মিনাখাঁর বিডিও সেলিম হাবিব সরদার, জেলা পরিষদের সদস্য হাজি আবুল কালাম মল্লিক, মিনাখাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাইফুদ্দিন মোল্যা, অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের মিনাখাঁ ব্লক সভাপতি মাওলানা গিয়াসউদ্দিন আলিয়াভী, মিনাখাঁ বিএলএফ রবিউল ইসলাম মিস্ত্রি প্রমুখ।

সন্দীপ সহ ধৃতদের লক্ষ্য করে তুমুল বিক্ষোভ কোর্টের বাইরে

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সন্দীপ ঘোষ সহ ৪ জনকে সিবিআই নিজাম প্যালেস থেকে মঙ্গলবার দুপুরে বের করে আলিপুর আদালতে পেশ করে । আদালত ধৃত সন্দীপ ঘোষ সহ সকলকে ৮ দিনের সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার দুপুরে নিজাম প্যালেস থেকে আদালতের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে যখন তাদের নিজাম প্যালেস থেকে গাড়িতে তোলা হচ্ছিল সেই সময় কয়েক হাজার মানুষ নিজাম প্যালেস চত্বরে জড় হয়ে চোর চোর বলে চিৎকার করতে থাকে।আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় সিবিআই সোমবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ ৪ জনকে। নিজাম প্যালেস থেকে সন্দীপ সহ ৪ জনকে সিবিআই যখন বার করে তখন নিজাম প্যালেস চত্বরে চোর চোর বলে বিক্ষোভ দেখান সেখানে জড়ো হওয়া বহু সাধারণ মানুষ। সিবিআই এর গাড়ির ঘিরে বিক্ষোভ চলে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঠেলে ভিড় সরায়। সিবিআই আধিকারিকরা দুটি লাল কাপড় এ বেশ কিছু নথি নিয়ে যায় আদালতে ।মামলা সংক্রান্ত যে তথ্য তদন্তে সংগ্রহ করে তদন্তকারী অফিসাররা সেই নথি আদালতে পেশ করে সিবিআই । আলিপুর আদালতে তদন্তের স্বার্থে নথি পেশ করে সিবিআই ধৃতদের আরও জিজ্ঞাসাবাদে প্রয়োজন আছে বলে তাদের হেফাজতে দেওয়ার আবেদ জানায়। সেই আবেদনে সাড়া দেয় আদালত। ৪ দিনের জন্য ধৃত সন্দীপ ঘোষ সহ ৪ জনকে আগামী ৮ দিনের জন্য সিবিআই হেফাজতে পাঠায় আদালত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, পর পর ১৫ দিন জিজ্ঞাসাবাদ করে সোমবার সন্ধ্যায় আরজি করে প্রাপ্ত অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ চারজনকে গ্রেফতার করে সিবিআই এর আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখার অফিসাররা। গ্রেপ্তারের পর সোমবার সারারাত নিজাম প্যালেসে রাখা হয় সন্দীপ সহ আরো তিনজনকে। মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ আর জি কর হাসপাতালে প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সহ চারজনকে যখন আদালতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বের করা হয় তখন তারা আমজনতার বিক্ষোভের মুখে পড়ে। এর আগে নিজাম প্যালেস থেকে বের করার সময়ও তাদের দেখে চোর চোর শ্লোগান দিতে থাকে আমজনতা। বিক্ষোভ এড়াতে সিবিআই আদালতের পিছনের দরজা দিয়ে সন্দীপ সহ চারজনকে এজলাসে প্রবেশ করায়। তাদের প্রত্যেকের মুখে ছিল মাস্ক। আদালতে সন্দীপ ঘোষ কে মাস্ক পড়া অবস্থায় পেশ করা হলে মুখের মাস্ক খোলার দাবি ওঠে। রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোর্ট রুম। বাধ্য হয়ে মুখের মাস্ক খুলে নেন প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ। শুনানি চলাকালীন আদালতে সিবিআই দাবি করেন এই দুর্নীতির পেছনে আরো অনেকে আছে। তাদের নাগাল পেতে অন্তত ১০দিনের জন্য হেফাজতে দেওয়া হোক ধৃতদের।

সাবির মল্লিকের ঘাতকদের শাস্তির দাবিতে ঘেরাও হরিয়ানা ভবন

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: হরিয়ানায় গোরক্ষকদের হাতে নিহত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিকের হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে মঙ্গরবার কলকাতার হরিয়ানা ভবনে বিক্ষোভ দেখাল সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন। উল্লেখ্য, গত ২৭ আগস্ট হরিয়ানার চরখি দাদদিরে গোরক্ষকরা গোমাংস রান্নার কারর সন্দেহে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর বল্লারটোপ গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিককে হত্যা করে। মঙ্গরবার তারই প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ চেয়ে কলকাতায় অবস্থিত হরিয়ানা ভবন ঘেরাও করে সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন। এদিনের ঘেরাও অভিযানে সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, দেশজুড়ে গোরক্ষার নামে বাঙালি মুসলিম শ্রমিকদের উপর বর্বর নির্যাতন ও হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্য গলিতে এইধরনের অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আমরা এই ধরনের গেরুয়া তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা জানাই এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই। ঘেরাও ও অবস্থান-বিক্ষোভে দাবি তোলা হয় হরিয়ানায় গোরক্ষকদের হাতে নিহত সাবির মল্লিকের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। হরিয়ানায় নিহত সাবির মল্লিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। গোরক্ষার নামে দেশজুড়ে মুসলিমদের উপর হামলা বন্ধ করতে হবে। গোরক্ষার নামে গেরুয়া তাণ্ডব বন্ধ করতে পার্লামেন্টে গণপিটুনি বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং দেশে গোরক্ষা বাহিনী নিষিদ্ধ করতে হবে। এদিন বিক্ষোভ থেকে মহারাষ্ট্রে ট্রেনে বৃদ্ধ হাজি সাহেবের উপর অত্যাচারকারীদের শাস্তির দাবিও জানানো হয়। বিক্ষোভে সংগঠনের সভাপতি আনোয়ার হোসেন কাসেমী বলেন, বিজেপির হিংসার রাজনীতির জন্য দেশজুড়ে এই গেরুয়া সন্ত্রাসীদের উপদ্রব বেড়েছে, অবিলম্বে বিজেপির নেতাদের হিংসাত্মক ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সম্পাদক শিক্ষক আলি আকবর, গোলাম রহমান, মুসতাহিদ ইসলাম, জিয়াউর রহমান গাইন, মনিরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব খলিল মল্লিক, সালাউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক আব্দুর রউফ, নাসির উদ্দিন ঘরামী, মুহাম্মদ ফাকিরুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভ সভা থেকে হরিয়ানা ভবনে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়।

জইনুলের ছোঁয়ায় জামুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠ শিক্ষার উজ্জ্বল ঠিকানা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● দুর্গাপুর

আপনজন: যে স্কুলের ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু ও দলিত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী। সেই স্কুলে মিড ডে মিলে নিজেদেরই বাগানে লাগানো কুমড়ো,ঢেঁড়স সহ বিভিন্ন সবজি দিয়ে মিড ডে মিলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের স্টুডেন্টরা মিড ডে মিলের খাদ্য গ্রহণ করে । জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠ, দুর্গাপুর শিল্পনগরীর সন্নিকটে অবস্থিত একটি গ্রামীণ উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ২০১৯ সালে প্রাক্তন বায়ুসেনার ইঞ্জিনিয়ার জইনুল হক প্রধানশিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর থেকে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তিনি শহরের কোন স্কুলে না গিয়ে স্বেচ্ছায় এই গ্রামীণ স্কুলটিকে বেছে নেন, কারণ তিনি দরিদ্র পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। যোগদানের পর থেকেই, তিনি বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা, উন্নত অডিটোরিয়াম, নবনির্মিত ও সংস্কারকৃত শ্রেণিকক্ষ, এবং আধুনিক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং স্থানীয় ব্যক্তিরা, যেমন নুরুল হক, এই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও, বিদ্যালয়ে সবজি বাগান, বিরল প্রজাতির ফলের বাগান, মিড ডে মিলের কিচেন রুম ও ডাইনিং রুম, বায়ো টয়লেট, এবং সুদৃশ্য তোরণসহ ভাদুবালা দেবীর প্রস্তর মূর্তি ও ফুলের বাগান নির্মিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ এবং বাউন্ডারির ভেতরে প্রচুর গাছ লাগানো হয়েছে, যা বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আরও সুন্দর করেছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে ও দেওয়ালে শিক্ষা সহায়ক বাণী ও ছবি এঁকেছে, যা খুবই মনোগ্রাহী। পড়াশোনা, খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও বিদ্যালয়টি উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করেছে। জইনুল হকের কঠোর পরিশ্রম ও উদ্ভাবনী নেতৃত্বের ফলে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এই স্কুলটি একটি অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তাঁর এই অসাধারণ উদ্যোগ এবং সফলতাকে সত্যিই সাধুবাদ এবং অনুসরণযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলা সংশোধনাগারে এবার বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। বাবাকে খুনের দায়ে গত ১৯ এপ্রিল থেকে সংশোধনাগারে ছিলেন বেলুড়ের নারায়ণ রীত (৩৯)। সূত্রের খবর, সোমবার রাতে আত্মঘাতী হন তিনি। বেলুড়ের রাজেন শেঠ লেনের বাসিন্দা ছিলেন নারায়ণ। বাবা ও ছেলে একসঙ্গে থাকতেন। ঘটনার দিন বাবাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি বেলুড় থানায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এদিকে, জেলবন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বোলপুরে এক টাকা ডাক্তারের জন্মদিন পালিত

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুরের এক টাকার ডাক্তার মানে সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূম সহ প্রতিবেশী জেলা প্রান্তিক মানুষের তিনি ছিলেন ভগবান। মাত্র এক টাকার বিনিময়ে রোগী দেখতেন ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জন্মদিন পালিত হল বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়। এই জন্মদিন উপলক্ষে একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী ও অন্যান্য মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্গ নিবেদন করে তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সামশেরগঞ্জের চাচণ্ডে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের মধ্য চাচন্ড এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ তৎপরতা ব্লক প্রশাসনের। মঙ্গলবার সকাল থেকে মধ্য চাচণ্ড গ্রামের অলিগলিতে জমা জল, ড্রেন গুলোতে স্প্রে করা হয়। পাশাপাশি আশা কর্মী এবং আইসিডিএস কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সচেতনতার বার্তা দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মৈমুর শেখ ওরফে সিধু, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রফিকুল আলম, চাচন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ওশিকুল আলম, বদরুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। এদিন চাচন্ড পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রান্তে সচেতনতা করার পাশাপাশি ডেঙ্গু নিধন করতে স্প্রে করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জঞ্জাল পরিষ্কার করে মানুষকে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া থেকে সাবধান বাণীও প্রদান করা হয়। জ্বর হলেই স্থানীয় আশা কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া টেস্ট করার ব্যাপারেও বার্তা দেয়া হয় সাধারণ মানুষকে। উল্লেখ্য, বেশকিছুদিন ধরেই সামশেরগঞ্জের মধ্যচাচন্ড গ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্ত এর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জনমানসে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ক্রমশ। অনেকেই জ্বর হলে কোথায় যাবেন কিংবা কিভাবে রক্ত পরীক্ষা করাবেন বুঝে উঠতে পারেন না। অনেকেই আবার টাকার জন্য রক্ত পরীক্ষা করাতে পারেন না। এদিন এজন্যই মূলত বাড়ি বাড়ি স্প্রে করানোর পাশাপাশি মানুষকে সচেতনতা বার্তা প্রদান করা হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের ৩জনের মৃত্যু

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: আপনজন: বিপেয়ারা বাগানে পেয়ারা তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের তিনজনের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মঙ্গলবার এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে মগরাহাট থানার অন্তর্গত ধামুয়ার মাধববাটি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় প্রতিদিনের মতনই জগদীশ বিশ্বাস ও তার পরিবার পেয়ারা তুলতে গিয়েছিল বাড়ির পাশের বাগানে সেই বাগানে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের তিনজনের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বাড়ির পাশে একটি পেয়ারা বাগান ছিল জগদীশ বিশ্বাসের চোরের উপদ্রব থাকাতে সেই পেয়ারা বাগানে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে রাখত জগদীশ বিশ্বাস। কিন্তু মঙ্গলবার সেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ভুলে গিয়েছিল জগদীশ বিশ্বাস। এরপর পেয়ারা তুলতে গিয়ে করুণ পরিণতি হয় বিশ্বাস পরিবারের। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয় জগদীশ বিশ্বাস (৫৪), মানবেশ বিশ্বাস (২৭) জগদীশ বিশ্বাসের ছেলে, এবং জগদীশ বিশ্বাস এর স্ত্রী শান্তি বিশ্বাসের (৫০)। এই ঘটনায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অনিমা তরফদার নামে মৃতের এক আত্মীয় জানান, প্রতিদিনের মতন ই পেয়ারা তুলতে গিয়েছিল জগদীশ বিশ্বাস। এরপর দীর্ঘক্ষণ হয়ে যাওয়ায় বাড়ি না ফেরায় ওনার স্ত্রী ওনাকে ডাকতে যায় বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর ওনার স্ত্রীও বাড়িতে না ফেরায় ছেলেও বাবা মাকে খুঁজে বের হয়। এরপর পরিবারের তিনজনই দীর্ঘক্ষন বাড়িতে না ফেরায় গ্রামবাসীরা খোঁজাখুঁজি করে দেখেন এমনই করুন পরিণতি হয়েছে তাদের।

দ্বীনি তালিম বোর্ডের সভা

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের সাঁতরা মসজিদ প্রাঙ্গণে ৩০ আগস্ট মুনাযযাম মক্তবের এক সভা অনুষ্ঠিত হল। মক্তবের শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবিক ও মসজিদের মুসল্লিদের নিয়ে দ্বীন শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন দ্বীনি তালিম বোর্ড এর জেলা সভাপতি মুফতি মিরাজুল হক। এছাড়াও ছিলেন সাঁতরা মসজিদের মোতোয়াল্লি ও বাগমারি শাখার সভাপতি হাফিজ মুহাম্মাদ আব্বাস এবং সাঁতরা মসজিদ কমিটির সভাপতি প্রাক্তন পুলিশ অফিসার মুহাম্মাদ আজিজুল হক প্রমুখ। সভার আয়োজকগণ জানান যে,- মসজিদ ভিত্তিক এই মক্তব গঠনের উদ্দেশ্য শিশুদের কিছু ধর্ম বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান দান করা।

প্রথম নজর

ইয়েমেনে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে ১২৫ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনের দুই প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে গত আগস্ট মাসে ১২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এখনো নিখোঁজ আছেন অন্তত ২০ জন।
মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষমতাসীন হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। ক্ষতিগ্রস্ত দুই প্রদেশের নাম আল হুদায়দা এবং আল মাহউইত।
আল হুদায়দায় হুথি নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত কমিটি জানিয়েছে, গত আগস্ট মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে ৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন ১৪ জন। এর মধ্যে গত তিন দিনে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১১ জন।
হুথিদের পরিচালিত মাসিরাহ টিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত এক মাসের বন্যা-ভূমিধসে আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আল হুদায়দা অজস্র ঘর-বাড়ি, হাজার হাজার একর জমির ফসল ধ্বংস হয়েছে এবং বহু এলাকার সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।
আল হুদায়দার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আল মাহউইতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বন্যা ও বর্ষণজনিত দুর্যোগের কারণে।
মাসিরাহ টিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রদেশটিতে গত আগস্ট মাসে নিহত হয়েছেন ৩০ জন এবং এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ২০ জন। আল হুদায়দার মতো এই প্রদেশেও বন্যার কারণে ব্যাপক অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়ে মাসিরাহ টিভি।
প্রসঙ্গত, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে গত জুলাই মাস থেকে ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী, আকস্মিক বন্যার কারণে গত জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত দেশটিতে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ২ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ।

মার্কিন ট্রেনে ঘুমন্ত অবস্থায় ৪ জনকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগোর কাছে একটি সাবওয়ে ট্রেনের ভেতরে ঘুমন্ত অবস্থায় ৪ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নিহতরা সবাই ট্রেনের যাত্রী ছিলেন। ট্রেনটি ফরেস্ট পার্কে যাওয়ার পথে চলছিল।
সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, এই ঘটনায় একজন সন্দেহভাজনকে হেফাজতে নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
ফরেস্ট পার্কের ডেপুটি চিফ ক্রিস চিন বলেন, ভুক্তভোগীরা গৃহহীন হতে পারে। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না তাদের সামাজিক অবস্থান কী। ভিডিওগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে, তারা ট্রেনে ঘুমাচ্ছিলেন।
এদিকে গুলির এই ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে হেফাজতে নেয়া হয়েছে। পুলিশ এই হামলা ও হত্যাকাণ্ডকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং উদ্দেশ্যহীন আক্রমণ বলে মনে করছে।
সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, গোলাগুলির এই ঘটনার নজরদারি ফুটেজ পর্যালোচনা করতে তদন্তকারীরা শিকাগো ট্রানজিট কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করছে।
পুলিশ বলেছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে নজরদারি ভিডিও তাদেরকে সহায়তা করেছে। গুলিবর্ষণের প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে তাকে হেফাজতে নেয়া হয়।
চিন বলেন, সিটিএ-এর দুর্দান্ত ক্যামেরা রয়েছে। তাদের নজরদারি ক্যামেরা চমৎকার।
তিনি আরো বলেছেন, ফরেস্ট পার্ক পুলিশ, শিকাগো পুলিশ এবং সিটিএ এই তিনটি সংস্থা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত এবং ধরার জন্য একসাথে কাজ করেছে।

জেল থেকে পালাতে গিয়ে ১২৯ বন্দি নিহত কঙ্গোয়

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে (ডিআরসি) কারাগার থেকে পালাতে গিয়ে অন্তত ১২৯ কারাবন্দি নিহত হয়েছেন।
সোমবার দেশটির রাজধানী কিনশাসার কেন্দ্রীয় মাকালা কারাগারে এ ঘটনা ঘটে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে কঙ্গোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানি লুকো বলেন, সোমবার অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে বন্দিরা পালানোর চেষ্টা করেছিল। এতে ভবনের প্রশাসনিক দফতরসহ হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বিবৃতিতে লুকো বলেন, প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী- সতর্ক করার পর গুলি চালানোয় ২৪ জনসহ মোট ১২৯ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় অন্তত ৫৯ জন আহত হয়েছেন বলেও জানান তিনি।
লুকো বলেন, এ ঘটনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
দেশটির প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা পরিষেবার সঙ্গে একটি সংকটকালীন বৈঠক করেছেন বলেও জানান শাবানি লুকো।
তিনি বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
ডিআরসির সবচেয়ে বড় কারাগার হচ্ছে মাকালা। দেড় হাজার কয়েদীর জন্য এটি তৈরি করা হলেও সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে কারাগারটিতে আছে ১৪ থেকে ১৫ হাজার বন্দি।
এদের বেশিরভাগই বিচারাধীন বলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ডিআরসি সম্পর্কিত সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে।
এই কারাগারে আগেও বন্দি পালানোর ঘটনা ঘটেছে। ২০১৭ সালে সশস্ত্র ব্যক্তিদের হামলায় ৪ হাজারের বেশি বন্দি পালিয়ে যায়।
সরকারি সফরে চীনে অবস্থান করা কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স শিসেকেদি এখনো ঘটনাটি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি।
তবে বিচার বিষয়ক মন্ত্রী কনস্ট্যান্ট মুতাম্বা এই হামলাকে ‘পরিকল্পিত অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড’ বলে অভিহিত করেছেন।

ইসরায়েলজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ, এবার কি পতন ঘটবে নেতানিয়াহুর?

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকা থেকে ছয় জিম্মির মরদেহ উদ্ধারের পর ইসরায়েলজুড়ে নতুন করে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ডাকা হয়েছে দেশজুড়ে ধর্মঘট। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েলে এত বড় ও ব্যাপক বিক্ষোভ আগে কখনও হয়নি। গত শনিবার দক্ষিণ গাজার রাফা এলাকায় একটি সুড়ঙ্গ থেকে এ ছয় জিম্মির মরদেহ উদ্ধার করেন ইসরায়েলি সেনারা। তাদের মধ্যে একজন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নাগরিক ছিলেন। তারা হলেন– কারমেল গ্যাট, অ্যাডেন ইয়েরুশালমি, হার্শ গোল্ডবার্গ-পলিন, আলেকসান্দার লোভানভ, ওরি ড্যানিনো ও আলমগ সারুসি।
ছয় জিম্মির মরদেহ উদ্ধারের পর সাধারণ ইসরায়েলিদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়।
ইসরায়েলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। ইসরায়েলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মরদেহগুলো উদ্ধারের কিছু সময় আগেই তাদের হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনার পেছনে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হামাসকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, যারা জিম্মিদেরকে হত্যা করেছে তারা চুক্তি চায় না।
এদিকে ইসরায়েলে গত রোববার নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় তিন লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছে। তারা মূলত যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে বর্তমান সরকারকে দায়ী করছেন।
এদিকে হামাসের সিনিয়র কর্মকর্তা ইজ্জাত আল-রিশেক দাবি করেন, ছয় বন্দি ইসরায়েলের বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন। হামাস মূলত ইসরায়েলের কাছে যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে

জিম্মিদের ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব জানিয়েছে। চলমান এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০,৭০০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় ৯৪ হাজার।
গত রোববার বিক্ষোভে নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীরা স্লোগান দিয়েছেন। এক পর্যায়ে তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। এদিকে ইসরায়েলের প্রধান শ্রমিক ইউনিয়ন গতকাল (সোমবার) ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। এক্ষেত্রে শ্রম আদালত কর্তৃক শ্রমিকদের চাকরিতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার আগে কয়েক ঘন্টার জন্য দেশটির অর্থনীতিতে স্থবিরতার নেমে আসে। দেশজুড়ে এই ধর্মঘটের মাধ্যমেই নেতানিয়াহু সরকারের ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি অনেকটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের প্রভাব আগামী দিনগুলোতে বোঝা যাবে।
ইসরায়েলের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সরকারের উপদেষ্টা এলন পিনকাস আল জাজিরাকে বলেন, খুব শীঘ্রই এটা বলা যাবে না। এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা। অর্থাৎ, বিক্ষোভ কি চালু থাকবে না-কি সেটা।
এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে গাজায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রসিকিউটর, নেতানিয়াহু ও তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টসহ দুই হামাস নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা চেয়েছেন। গত নভেম্বর মাসে জিম্মি বিনিময় ও যুদ্ধবিরতি হলেও এরপর একটা লম্বা সময় ধরে যুদ্ধে আর অগ্রগতি হয়নি। সেক্ষেত্রে ইসরায়েলের বহু নাগরিকই বাকি প্রায় ১০০ জনের মতো জিম্মির মুক্তির জন্য যুদ্ধবিরতির চুক্তির জন্য নেতানিয়াহু সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে আসছেন। গত মে মাসেও হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্লেষকদের মতে, নেতানিয়াহুর কঠিন সব শর্তের জন্য শেষ পর্যন্ত ঐ চুক্তি আলোর মুখ দেখেনি।
তখন থেকে গাজায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
একইসঙ্গে ইসরায়েল পশ্চিম তীর ও লেবাননে অভিযান জোরদার করেছে।
এদিকে ইসরায়েল আলোচনার পরিবর্তে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বন্দিদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, জুনের শুরুতে জিম্মিদের উদ্ধার করতে ইসরায়েল সামরিক অভিযান শুরু করেছিল। যেখানে চার বন্দিকে উদ্ধার করা হলেও ২০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছিল। নেতানিয়াহু সরকারের এমন কৌশল ইসরায়েলের ভেতরেই বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এক্ষেত্রে ছয়জন জিম্মির মরদেহ উদ্ধার যেন পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করেছে।
ইসরায়েলের রাজনীতির ওপর বিশেষজ্ঞ ওরি গোল্ডবার্গ বলেন, সরকার ও প্রধানমন্ত্রী রক্ষণাত্মক অবস্থায় রয়েছে। এখন সবকিছু মোমেন্টামের ওপর নির্ভর করছে। তবে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ এবারই প্রথম নয়।

আইসিসির গ্রেফতারি পরোয়ানার মধ্যেই মঙ্গোলিয়া সফরে পুতিন

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেফতারি পরোয়ানার মধ্যেই পূর্ব এশিয়ার দেশ মঙ্গোলিয়া সফরে গেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার দেশটির রাজধানী উলানবাটোরে পৌঁছান তিনি। গত বছর ১৭ মার্চ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর এই প্রথম আইসিসির কোনো সদস্য দেশ সফরে গেলেন পুতিন।
রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটোরে পুতিনকে বহনকারী বিমান অবতরণ করার খবর প্রচার করা হয়। ইউক্রেনীয় শিশুদের বেআইনিভাবে রাশিয়ায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়ে ২০২৩ সালে পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আইসিসি।
সাধারণত রোম চুক্তি অনুযায়ী, যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তারা আইসিসির সদস্য যেকোনো রাষ্ট্রে পা রাখলে গ্রেফতারের শঙ্কা রয়েছে। তবে আদালত কোনো দেশকে এ বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করতে পারেন না। আইসিসির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও উলানবাটোর পুতিনকে গ্রেফতারের আদেশ পালন না করলেও আদালতের তেমন কিছু করার নেই।

এরদোগান মুসলিম বিশ্বে এত জনপ্রিয় কেন?

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। শুধু তুরস্ক নয়, বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতেই সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতাদের মধ্যে একজন তিনি। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের মুসলিমদের মাঝেও তিনি অসম্ভব জনপ্রিয়। এর কারণ এক সময়ের খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলা তুরস্ককে তিনি পাল্টে দিয়েছেন নিজ হাতে। কামাল আতাতুর্ক দেশটিতে সেক্যুলারিজমের নামে ইসলাম চর্চার ওপর চরম আঘাত হেনেছিলেন; কিন্তু এরদোগান মানুষকে দিয়েছেন ধর্ম পালনের অবাধ স্বাধীনতা। পাশাপাশি বিশ্ব রাজনীতিতেও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছেন উচ্চকণ্ঠে। জোরালো ভুমিকা রাখছেন সকল আন্তর্জাতিক ইস্যুতে।১৯৫৪ সালে ইস্তাম্বুলের কাশিমপাশায় জন্ম নেয়া এরদোগান ছোটবেলা থেকেই ছিলেন বাস্তবমুখী মানসিকতার। বাবা ছিলেন তুর্কি কোস্টগার্ডের ক্যাপ্টেন। পরিবারে স্বচ্ছলতা থাকলেও তরুণ এরদোগান নিজের খরচ চালানোর জন্য লেবুর শরবত ও তিলের রুটি বিক্রি করেন। মারমারা ইউনিভার্সিটিতে ব্যবসায় প্রশাসনে পড়ার সময় ইসলামী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। যোগ দেন কমিউনিজম বিরোধী ন্যাশনাল টার্কিস স্টুডেন্ট ইউনিয়নে। ফুটবলও খেলতেন স্থানীয় একটি নামকরা ক্লাবে। ছাত্রজীবন শেষে যোগ দেন নাজিমউদ্দিন আরবাকানের ন্যাশনাল স্যালভেশন পার্টির যুব সংগঠনে। ১৯৮০ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর দলটি বিলুপ্ত করা হলে আরবাকানের নতুন দল ওয়েলফেয়ার পার্টির সাথে যুক্ত হন। এই দল থেকেই ১৯৯৪ সালে নির্বাচিত হন ইস্তাম্বুলের মেয়র। বিশৃঙ্খল আর অনুন্নত ইস্তাম্বুলকে আমূল পাল্টে দেন তিনি। কয়েক বছরের মধ্যে ইউরোপের বড় শহরগুলোর সাথে পাল্লা দিতে শুরু করে ইস্তাম্বুল। হু হু করে বাড়তে থাকে এরদোগানের জনপ্রিয়তা। যা তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে দেশের সর্বোচ্চ পদে। ২০০২ সালে প্রেসিডেন্ট এরদোগানের জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্টে পার্টি ক্ষমতায় আসার পর তুরস্কের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিচয় আবারো ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মুসলিম বিশ্বের সাথে ঐতিহাসিক সম্পর্ক পুনরায় জাগিয়ে তোলেন তিনি। তুরস্কের অর্থনীতির স্বার্থে আরব দেশগুলোর সাথে ভালো বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছে ছিল। বর্তমান তুরস্কে দেশটির সেনাবাহিনী পুরোপুরি বেসামরিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে। প্রেসিডেন্ট এরদোগান প্রকাশ্যে আমেরিকার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ‘একটি সন্ত্রাসী দেশের নেতা’ হিসেব টুইটারের মাধ্যমে উল্লেখ করেন এরদোগান। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের অবরোধ নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। গাজাকে একটি ‘উন্মুক্ত কারাগার’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের বিমান বাজেয়াপ্ত করল আমেরিকা

আপনজন ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর একটি ব্যক্তিগত বিমান জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন রফতানি নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে বিমানটি জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ফ্যালকন ৯০০-ইএক্স মডেলের বিমানটি ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র থেকে জব্দ করা হয়। এরপর সেটিকে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে কীভাবে এবং কখন বিমানটি ডোমিনিকান রিপাবলিকে গিয়েছিল সেই বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়।
মার্কিন কর্তৃপক্ষের দাবি, বিমানটি ১ কোটি ৩০ লাখ ডলার দিয়ে অবৈধভাবে কিনে তাদের দেশ থেকে পাচার করা হয়েছিল।
যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মাদুরোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ২০২২ সালের শেষদিকে ও ২০২৩ সালের শুরুর দিকে ফ্লোরিডাভিত্তিক একটি কোম্পানির কাছ থেকে বেআইনিভাবে বিমানটি কিনেছিলেন বলে একটি তদন্তে উঠে এসেছে। নিজেদের সম্পৃক্ততা আড়াল করতে একটি ক্যারিবিয়ান শেল কোম্পানিকে ব্যবহার করেছিলেন তারা। এরপর বিমানটিকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্যারিবিয়ান হয়ে ভেনেজুয়েলায় রফতানি করা হয়েছিল। এ বিষয়ে মার্কিন কর্মকর্তাদের একজন সিএনএনকে বলেন, বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানের বিমান জব্দ করে আমরা একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাচ্ছি যে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, কেউ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ঊর্ধ্বে নয়। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক একজন মুখপাত্র বলেছেন, ভেনেজুয়ালায় অপশাসনের বিষয়টি নিকোলাস মাদুরো যেনো উপলব্ধি করতে পারেন সেটি নিশ্চিত করতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
ডোমিনিকান রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট লুইস আবিনাদার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জব্দ করা বিমানটি ভেনেজুয়েলা সরকারের নামে নিবন্ধিত নয়, বরং “একজন ব্যক্তির নামে” নিবন্ধিত ছিল।
তবে ডোমিনিকান রিপাবলিক কর্তৃপক্ষ বিমানটি জব্দ করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে খুব বেশি সহায়তা করেছে। সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, বিমানটি, ২০২৩ সালের এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্যারিবিয়ান হয়ে ভেনেজুয়েলায় অবৈধভাবে রপ্তানি করা হয়েছিল। এটি মাদুরোর আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৬ মি.

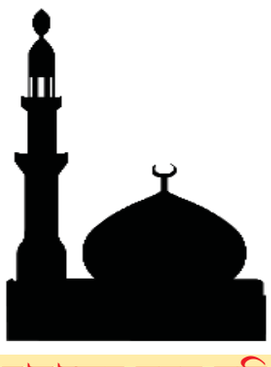

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৮	৫.২০
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.০৫	
মাগরিব	৫.৫৬	
এশা	৭.০৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

৩৩ বছর পর ইরাকে দূতাবাস খুলছে সুইজারল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ৩৩ বছর পর ইরাকের রাজধানী বাগদাদে পুনরায় নিজেদের দূতাবাস চালু করছে ইউরোপের দেশ সুইজারল্যান্ড।
১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর দেশটিতে নিজেদের দূতাবাস বন্ধ করে কর্মীদের ফিরিয়ে নিয়েছিল সুইজারল্যান্ড।
মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে পুনরায় দূতাবাস খোলার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

নির্বাচনী প্রচারে হাত ধরে একসঙ্গে বাইডেন ও কমলা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস গতকাল সোমবার হাতে হাত রেখে একসঙ্গে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন। কমলা হ্যারিসকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে বাইডেনের স্বীকৃতির পর এটিই তাদের প্রথম একসঙ্গে চালানো প্রচারণা।
আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলার প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনে পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যটিকে খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের এলাকা বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। সেখানকার ভোটারদের কাছে টানার চেষ্টায় গতকাল সেখানে প্রচার চালিয়েছেন বাইডেন ও কমলা। তারা পিটসবার্গে শ্রমিক সংঘের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। এর পর বাইডেন ও কমলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রায় ৬০০ সমর্থকের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন।
বাইডেন বলেন, ‘আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে এবং একে ভিত্তি করে আমি ও কমলা আরও অগ্রগতি করছি। তিনি (কমলা) একে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি সাইডলাইনে থাকব, তবে সহযোগিতা করার জন্য যা কিছু করার, তা আমি করব।’
ভোটের আগের মাসগুলোতে কমলার নির্বাচনী প্রচারে বাইডেনের ভূমিকা কেমন হবে, তার একটা ধারণা গতকাল পাওয়া যায়।

চিনে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া বাস, নিহত ১১

আপনজন ডেস্ক: চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ শ্যানডংয়ের তাইয়ান শহরে জনতার ভীড়ের মধ্যে বেপরোয়া গতিতে একটি বাস ঢুকে পড়ায় ৫ জন শিক্ষার্থীসহ অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো অনেকে।
মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
তাইয়ান পুলিশের এক কর্মকর্তা চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যমকে জানান, বাসটির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওই চালককে ইতমধ্যে আটক করে হেফাজতে নেয়া হয়েছে।
চীনে সড়ক দুর্ঘটনা বিরল কোনো ব্যাপার নয়। গত জুলাই মাসে চাংশা শহরে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় নিহত হয়েছিলেন অন্তত আট জন পথচারী।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৪০ সংখ্যা, ১৯ ভাদ্র ১৪৩১, ২৯ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

ইহাই গণতন্ত্র

একটি দেশের গণতন্ত্র কতখানি স্বাভাবিক, তাহার অন্যতম বড় মাপকাঠি হইল–ক্ষমতার পালবদল। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই গণতন্ত্র রহিয়াছে বটে; কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পালাবদল যেন অনেক দেশেই ভয়ংকর এক ঘূর্ণিপাক। রেমাল, আমফান, ফণী, সিডর, আইলার মতোই ক্ষমতার পালাবদলের সময় অনেক দেশেই বিপুল ও ব্যাপক ঘূর্ণিপাক তৈরি হয়; কিন্তু আমাদের সম্মুখে তৃতীয় বিশ্বের অন্তত এমন একটি দেশের উদাহরণ রহিয়াছে, যেইখানে ক্ষমতার উত্থানপতন যেন বিস্ময়কর শিক্ষা দেয় তৃতীয় বিশ্বের অন্য সকল দেশকে। দেশটির নাম ভারত। গতকাল প্রকাশিত ভারতের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের সর্বশেষ ফলাফল বলিয়া দেয় গণতন্ত্র কী জিনিস! ভারতে এই লোকসভা নির্বাচন শুরু হইয়াছিল গত ১৯ এপ্রিল। সাত দফা ভোট শেষে নির্বাচন সম্পন্ন হইল গত পহেলা জুন; এবং ভোট গণনা হইল গতকাল ৪ জুন। তাত্পর্যপূর্ণ ব্যাপার হইল, ভোটের প্রচারণার সময় প্রতিপক্ষকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ, মারামারি-সহিসংতা সেইখানে ব্যাপকভাবেই ঘটে। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের নিকটতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ভোটের হিংসার ছবি দেখিয়া যে কেহ আতঙ্কিত হইবেন; এবং ভোটের পরও সেইখানে হিংসা থামিয়া নাই। পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিলে বাকি ভারতের ভোট-হিংসা প্রায় নাই বলিলেই চলে; কিন্তু ভারতের জন্য যাহা সবচাইতে বড় ম্যাজিক, তাহা হইল–ভোটের ফলাফল মাথা পাতিয়া লওয়া। যখনই ভোট শেষ হইল, ঘোষিত হইল ফলাফল, তখন পরাজিত দল, তাহারা ক্ষমতায় থাকিলেও, সদ্যবিজয়ী দলকে ‘শুভেচ্ছা’-‘অভিনন্দন’ জানাইতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না। গণতন্ত্রের জন্য ইহা এক অপূর্ব সুন্দর উদাহরণ। গণতন্ত্রের জন্য একটি শক্তিশালী বিরোধী দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশটির নির্বাচন কমিশন জানাইয়াছে, প্রায় ৬৪.২ কোটি মানুষ এই লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়াছে। বিশ্বের সর্ববৃহত্ এই নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় ৬৮ হাজারের অধিক মনিটরিং দল, দেড় কোটি ভোটার ও নিরাপত্তাকর্মী অংশ লইয়াছে। ভোট পরিচালনায় প্রায় ৪ লক্ষ গাড়ি, ১৩৫টি বিশেষ ট্রেন ও ১ হাজার ৬৯২টি এয়ার শর্টিস (Air Sorties) ব্যবহার করা হইয়াছে। বলা যায়, বহু ধর্মবর্ণ-বিভক্ত ভারতকে একসূত্রে গাঁথিয়াছে এই গণতন্ত্রই। প্রায় দেড় মাস ধরিয়া প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই প্রতিটি দল শত শত জনসভা করিয়াছে। ভোটারদের মন জয় করিতে তাহারা চেষ্টার কোনো কার্পণ্য রাখে নাই। প্রকৃত অর্থে, দেশটির বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করাও কঠিন চ্যালেঞ্জসমূহের একটি বলা যায়। কোথাও গভীর অরণ্যে একজন মাত্র ভোটারের জন্যও ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হয় বইকি (যেমন–গুজরাটের ‘গির’)। আবার অরুণাচল প্রদেশের সুউচ্চ পাহাড়ি জনপদে নির্বাচনি কর্মকর্তাদের হয়তো চার দিন ধরিয়া বরফাবৃত পথ পাড়ি দিয়া পৌঁছাইতে হয় হাতে গোনা কয়েক জনের ভোট লইবার জন্য। এইভাবে মরুভূমি, জলাভূমি, শ্বাপদসংকুল অরণ্য–সকল জায়গায় ‘গণতন্ত্র’ তাহার ন্যূনতম ছায়া রাখিয়া যায়। ভারত ক্রমশ একতাবদ্ধ ও বৃহত্শক্তি হইতেছে এই গণতান্ত্রিক শক্তির বলে বলিয়ান হইয়াই। একটি দেশকে গণতন্ত্র কী পারে–উন্নয়নশীল কোনো দেশের জন্য ভারতের মতো সর্বাধিক সুন্দর উদাহরণ আর কী আছে?

ইতিমধ্যেই আমরা ফলাফল জানিয়াছি। বর্তমানে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ২০১৯ সালের তুলনায় যথেষ্ট খারাপ রেজাল্ট করিয়াছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য ভোটের প্রচারে বারংবার বলিয়াছেন–‘আগলিবার ৪০০ পার’। অর্থাত্ এইবার তাহারা চার শতাধিক আসনে জয় পাইবেন। বাস্তবে বলা যায় এনডিএ জোটের ফল-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তাহারা কোনোক্রমে তিন শতের কাছাকাছি আসন পাইয়াছে। এনডিএ জোটের বিপরীতে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র ফলাফল চমকপ্রদ। ৮০টি আসনের উত্তরপ্রদেশ ছিল বিজেপির ঘাঁটি, সেইখানে বিরাট বিপর্যয় ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপির ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের তুলনায় যথেষ্ট খারাপ। যদিও এককভাবে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই। তবে ৫৪৩টি আসনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ম্যাজিক ফিগার ২৭২টি তাহাদের এনডিএ জোটই অর্জন করিতেছে। স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী বিরোধী দলের মধ্যে নরেন্দ্র মোদি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হইতে যাইতেছেন। নরেন্দ্র মোদির জন্য অভিনন্দন রহিল। অভিনন্দন রহিল ভারতের গণতন্ত্রের জন্য।

বিজেপির বুলডোজার নীতি, উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হুঁশ ফিরবে কি

সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, বিচারের নামে অথবা নিছক সন্দেহের বশে কিছুতেই বুলডোজার চালানো যাবে না। অবৈধ স্থাপনা ভাঙতে প্রয়োজনে বুলডোজার চালানো হতে পারে, তবে তা করতে হবে আইন মেনে। নিয়ম মেনে। সে জন্য নোটিশ দিতে হবে। নোটিশের জবাব পাওয়ার জন্য সময় দিতে হবে। স্থাপনা খালি করার সুযোগ দিতে হবে। ভারতের সর্বত্র নিয়ম-বিধি চালু করতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশনামা জারির আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। খুবই সাধু উদ্যোগ। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের চালু করা এই বুলডোজার নীতির প্রয়োগ কি তাতে বন্ধ হবে? লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়।**

সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, বিচারের নামে অথবা নিছক সন্দেহের বশে কিছুতেই বুলডোজার চালানো যাবে না। অবৈধ স্থাপনা ভাঙতে প্রয়োজনে বুলডোজার চালানো হতে পারে, তবে তা করতে হবে আইন মেনে। নিয়ম মেনে। সে জন্য নোটিশ দিতে হবে। নোটিশের জবাব পাওয়ার জন্য সময় দিতে হবে। স্থাপনা খালি করার সুযোগ দিতে হবে। ভারতের সর্বত্র নিয়ম-বিধি চালু করতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশনামা জারির আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। খুবই সাধু উদ্যোগ। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের চালু করা এই বুলডোজার নীতির প্রয়োগ কি তাতে বন্ধ হবে?

প্রশ্ন জাগার কারণ, আজও স্বঘোষিত গোরক্ষকদের হাতে নিছক সন্দেহের কারণে নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বি আর গাভাই ও কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ যেদিন বুলডোজার নীতি-সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেদিনই জানাজানি হয়, দিল্লির অদূরে হরিয়ানার ফরিদাবাদে স্বঘোষিত গোরক্ষকদের গুলিতে প্রাণ হারাতে হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়াকে, স্রেফ গরু পাচারকারী সন্দেহে। মৃত্যুর পর জানা যায়, তরুণটি আদৌ গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত নন। দুই বন্ধুর সঙ্গে খেতে বেরিয়েছিলেন। তিনজনই হিন্দু। যিনি নিহত হন, তাঁর নাম আরিয়ান মিশ্র।

গোরক্ষা ও গোহত্যা নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে নির্দিষ্ট আইন থাকলেও যাঁরা তার তোয়াক্কা না করে আইন নিজের হাতে তুলে নেন, ইচ্ছেমতো মেরে ফেলেন সন্দেহভাজনদের, তাঁরা কি বুলডোজারের প্রয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনাম মানবেন? সন্দেহ প্রবল। কারণ, এই ভয়ের রাজনীতিই উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মোক্ষম অস্ত্র। বুলডোজার নীতির জন্মদাতা উত্তর প্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সমাজবাদী পার্টির (এসপি) শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১৭ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে বুলডোজারকে তিনি সুশাসনের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন। রাজ্যে চালু থাকা গ্যাংস্টার ও অসামাজিক কাজকর্ম রোধ আইনে তিনি ১৫ হাজার ‘অপরাধীর’ বিরুদ্ধে মামলা করেন। শুধু মামলা করেই তিনি চুপ থাকেন না, ‘অপরাধীদের’ ধরতে শুরু করেন চাপের রাজনীতি। বুলডোজার দিয়ে ভাঙতে থাকেন ‘দাগি আসামিদের’ বাসস্থান, যেগুলো অধিকাংশই বেআইনিভাবে তৈরি। আইন নিজের হাতে এভাবে তুলে নেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমলেও একশ্রেণির মানুষের কাছ থেকে তিনি পেতে থাকেন অকুণ্ঠ সমর্থন। বিশেষ করে নারীদের কাছে এ উদ্যোগ জনপ্রিয়াতা পায়। কারণ, নারীরা এসপি আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য রাস্তাঘাটে নিরাপদ বোধ করতেন না। ২০২০ সালের জুলাই মাসে কানপুরের বিকরু গ্রামে সমাজবিরোধী বলে পরিচিত বিকাশ দুবের ঘরবাড়ি বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যের ৮ জন পুলিশ কর্মীকে খুনের অভিযোগে পুলিশ তাঁকে খুঁজছিল। মুখ্যমন্ত্রীর রোষের হাত থেকে বাঁচতে শোনা যায় তিনি মধ্যপ্রদেশে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু দিল্লির পথে ‘গাড়ি দুর্ঘটনায়’ তাঁর মৃত্যু হয়। অভিযোগ, মাঝরাস্তায় এনকাউন্টার করে তাঁকে মারা হয়। সেই থেকে কুখ্যাত ‘ডন’ বলে পরিচিত মুখতার আনসারি, আতিক মহম্মদদেরও মৃত্যু হয় এনকাউন্টারে। জেলবন্দী ওই দুই ‘অপরাধীর’ ঘরবাড়িও বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল; যেমন ভাঙা হয়েছে আরও অনেকের ঘরবাড়িই। ক্রমেই বুলডোজার হয়ে ওঠে ‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতীক’। ২০২২ সালের বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর নামকরণ হয় ‘বুলডোজার বাবা’। বিজেপির মিছিলগুলোয় প্রদর্শিত হতে থাকে বুলডোজার। দেখা যায়, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্পত্তির ৯০ শতাংশের মালিক বা আবাসিক মুসলমান। বুলডোজার হয়ে ওঠে অপরাধ নিরসনের ‘চটজলদি বিচার’। প্রচার চলে, বুলডোজারের ভয়ে অপরাধীরা ঝিমিয়ে গেছে। রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। কমে গেছে অপরাধের মাত্রা।

দ্বিতীয়বার ভোটে জিতে ক্ষমতাসীন হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই যোগীর নির্দেশে বুলডোজার আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। এক ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয় ‘অপরাধীদের’ ওপর চাপ সৃষ্টির তাগিদে।

যে নীতি আইনের চোখে সমর্থনীয় নয়, সেটাই কিন্তু হয়ে ওঠে বিজেপির নির্বাচনে জেতার হাতিয়ার। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই মান্যতা দিতে থাকেন সেই নীতিকে। এই বছর জুন মাসে লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে উত্তর প্রদেশের বরাবাঁকি জেলায় এক জনসমাবেশে মোদি বলেন, ‘এসপি ও কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে অযোধ্যার মন্দির থেকে রামলালাকে বের করে দেবে। বুলডোজার চালিয়ে রামমন্দির ভেঙে দেবে। যোগীজির কাছ থেকে ওই দুই দলের শেখা উচিত, বুলডোজারের প্রয়োগ কোথায় করতে হয়, কোথায় নয়।’

যে নীতি আইনের চোখে সমর্থনীয় নয়, সেটাই কিন্তু হয়ে ওঠে বিজেপির নির্বাচনে জেতার হাতিয়ার। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই মান্যতা দিতে থাকেন সেই নীতিকে। এই বছর জুন মাসে লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে উত্তর প্রদেশের বরাবাঁকি জেলায় এক জনসমাবেশে মোদি বলেন, ‘এসপি ও কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে অযোধ্যার মন্দির থেকে রামলালাকে বের করে দেবে। বুলডোজার চালিয়ে রামমন্দির ভেঙে দেবে। যোগীজির কাছ থেকে ওই দুই দলের শেখা উচিত, বুলডোজারের প্রয়োগ কোথায় করতে হয়, কোথায় নয়।’

বিজেপির নির্বাচনে জেতার হাতিয়ার। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই মান্যতা দিতে থাকেন সেই নীতিকে। এই বছর জুন মাসে লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে উত্তর প্রদেশের বরাবাঁকি জেলায় এক জনসমাবেশে মোদি বলেন, ‘এসপি ও কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে অযোধ্যার মন্দির থেকে রামলালাকে বের করে দেবে। বুলডোজার চালিয়ে রামমন্দির ভেঙে দেবে। যোগীজির কাছ থেকে ওই দুই দলের শেখা উচিত, বুলডোজারের প্রয়োগ কোথায় করতে হয়, কোথায় নয়।’

লোকসভা ভোটে উত্তর প্রদেশের জনতা বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করলেও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ভোটে জিততে ‘বুলডোজার নীতিই’ আঁকড়ে ধরেন। যোগীর মতো তিনিও যে কঠোর প্রশাসক, তা বোঝাতে ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ব্যবহার করেন বুলডোজার। খারগন এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বুলডোজার চালিয়ে তিনি ভেঙে দেন ১৬টি বাড়ি ও ২৯টি অন্য স্থাপনা। নরমপন্থী শিবরাজ সিং, যিনি রাজ্যে ‘মামা’ বলেই পরিচিত, ওই ঘটনার পর তাঁর নতুন নাম হয় ‘বুলডোজার মামা’। লোকসভা ভোটে মধ্যপ্রদেশে বিজেপি প্লাবন ঘটিয়ে দেয়। যদিও শিবরাজকে রাজ্য ছেড়ে চলে আসতে হয় কেন্দ্রে। মুখ্যমন্ত্রী হন মোহন যাদব। বুলডোজার চালিয়ে রাজধানী ভোপালে তিনি ভাঙতে থাকেন একের পর এক ‘অবৈধ’ মাংসের দোকান। কিছু মানুষ এক বিজেপি কর্মীকে মারধর করেছিলেন বলে অভিযোগ। তাঁদের ঘরবাড়িও ভেঙে দেওয়া হয়।

এভাবে ক্রমেই রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে ‘বুলডোজার সংস্কৃতি’। বিজেপি-শাসিত উত্তরাখন্ড, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, আসাম ও রাজস্থানে অবাধে চলেছে ‘বুলডোজার রাজ’। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে বুলডোজার নীতির কারণে পাঁচ পরিবারকে মোট ৩০ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণও দিতে হয়েছে। আম আদমি-শাসিত দিল্লিও তা থেকে রেহাই পায়নি। উপরাজ্যপাল ও পুলিশ–দুই-ই কেন্দ্রচালিত বলে ২০২২ সালে জাহাঙ্গীরপুরির দাঙ্গার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি চলে বুলডোজার অভিযান। পৌরসভার অভিযোগ, প্রতিটি নির্মাণই অবৈধ। অনেক আগে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পৌরসভা আইন মেনেই ব্যবস্থা নিয়েছে।

প্রধানত বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোর সংখ্যালঘু মহল্লায় ‘বাঘের আগে ফেউ আসার’ মতো পুলিশের পেছন পেছনে আসে বুলডোজার। বছর কয়েক ধরে এটাই হয়ে উঠেছে দস্তুর। তা সে সমাজবিরোধী দমন অথবা গোহত্যা বা গোমাংস ভক্ষণের অভিযোগ, যা-ই হোক না কেন। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোর এই নীতি অবিজেপি-শাসিত রাজ্যেও যে ছায়া ফেলেনি, তা নয়। রাজস্থানের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটও গত বিধানসভা ভোটের আগে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে জয়পুরের এক কোচিং সেন্টার ভেঙে দিয়েছিলেন বুলডোজার চালিয়ে। রাস্তাজুড়ে অবৈধভাবে গড়ে তোলা দোকান ও হকার উচ্ছেদে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো জেলাতেও বুলডোজারের ব্যবহার হয়েছিল গত জুন মাসে। পরে মুখ্যমন্ত্রী তা প্রত্যাহার করে এক মাস সময় দেন। পৌরসভাগুলোকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এক মাস সময় দেওয়া হচ্ছে সবকিছু ঠিক করার জন্য। হকারদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা করে দিতে হবে। করতে হবে পার্কিংয়ের জায়গাও। পৌরসভাগুলোর উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ‘প্রথমে হকার বসাবেন, তারপর বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেবেন–এসব চলবে না।’

পশ্চিমবঙ্গে তার পর থেকে আর বুলডোজার চলেনি। সুপ্রিম কোর্টের মনোভাব জানাজানি হওয়ার পর বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলো কি এবার বুলডোজারের রাশ টানবে?

সৌ: প্র: আ:

মার্কিন নির্বাচন কেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রঙ্গমঞ্চ

ইয়ান বুরুমা

শিকাগোতে মাত্রই ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশন তথা বিশাল এক জমকালো শো বা প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই শোতে সবই ছিল: চোখধাঁধানো মনরাঙানো গানবাজনা ছিল। রক্ত গরম করা বক্তৃতা ছিল। ভক্তিপূর্ণ ধর্মীয় আচার ছিল। অশ্রুর বন্যা ছিল। আশা মোড়ানো প্রতিশ্রুতি ছিল। আনন্দময় মুহূর্ত ছিল। অপরাহ উইনফ্রে (বিশ্বখ্যাত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব) ছিল। আর ছিল অগণিত রংবেরঙের বেলুন।

কনভেনশনে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস যেভাবে নিজেকে ‘উপস্থাপন’ করেছেন, টেলিভিশন ভাষ্যকারেরা তার বিস্ময়কর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের সেই বর্ণনায় সব ছিল। কমলার হাসি, তাঁর শারীরিক ভাষা, তাঁর কণ্ঠ মাধুর্য, এমনকি তাঁর পোশাকের রুচিজ্ঞান পর্যন্ত বাদ পড়েনি। তো স্বৈরশাসন বা গণতন্ত্র–যেখানকার কথাই বলুন, রাজনীতিতে আসলে সব সময়ই প্রদর্শন প্রবণতা বা দেখনদারির বিষয়-আশয় থাকে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির সঙ্গে বিচিত্র বিনোদন দীর্ঘদিন থেকে অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার হয়ে আছে।

বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক এইচ এল মেনকেন রাজনীতিবিদদের বলা যায় ঘৃণা করতেন। তিনি মনে করতেন, বেশির ভাগ আমেরিকান রাজনীতিকের রাজনীতি-জ্ঞান নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মেলনের একজন দুর্দান্ত পর্যবেক্ষক ছিলেন তিনি। সেই মেনকেন ১৯২৭ সালে লিখেছিলেন, ‘আমার চোখে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় প্রদর্শনী মঞ্চ হলো যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন’। কিন্তু প্রশ্ন হলো, নির্বাচনে দাঁড়াতে হলে কি প্রার্থীদের তাঁদের পরিবারের প্রতি থাকা ভালোবাসাও মঞ্চে গিয়ে দেখাতে হবে? মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বামী-স্ত্রী বা স্বজনদের আলিঙ্গন করা ও চুমু খাওয়ার সঙ্গে রাজনীতির কী সম্পর্ক? ভোটারদের মন জয় করার জন্য ব্যক্তিগত আন্তরিকতার বাজারি প্রদর্শন কি আদতেই জরুরি?

হ্যাঁ, আমেরিকায় তো তাই দেখা যাচ্ছে।

গণতন্ত্রে ভোটাররা তাঁদের পছন্দের রাজনৈতিক দল এবং তাঁদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকেন। নির্বাচনে ব্যক্তির ক্যারিশমা একধরনের ভূমিকা পালন করে–এটি সত্য। কিন্তু বেশির ভাগ রাজনীতিবিদের মধ্যে একক ব্যক্তিগুণ দিয়ে ভোটার আকৃষ্ট করার ক্ষমতার অভাব আছে।

সাধারণত এশীয় ও ইউরোপীয় রাজনীতিবিদেরা আমেরিকান রাজনীতিবিদদের মতো ভোটের সময় নিজেদের উষ্ণ ও রোমান্টিক মেজাজের মানুষ হিসেবে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করে আত্মবিক্রয়ে আগ্রহী হন না। ঐতিহ্যগতভাবে জনগণ রাজা-রানিদের কাছে এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রদর্শন প্রবণতা আশা করে। কিন্তু ভোটে নির্বাচিত রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিজীবনের প্রদর্শনী নিয়ে তাঁদের আগ্রহ খুব একটা থাকে না।

ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্যরা নিজেদের উচ্চ স্তরের তথা সাধারণ মানুষের কাতারের বাইরের মানুষ হিসেবে দেখতেন। মানুষও তাঁদের সেইভাবে দেখত।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ বিবিসিকে তাঁর গার্হস্থ্যজীবনের খুঁটিনাটি বিষয় দেখানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। বিবিসি রানির ফুলবাগিচার বারবিকিউ থেকে শুরু করে

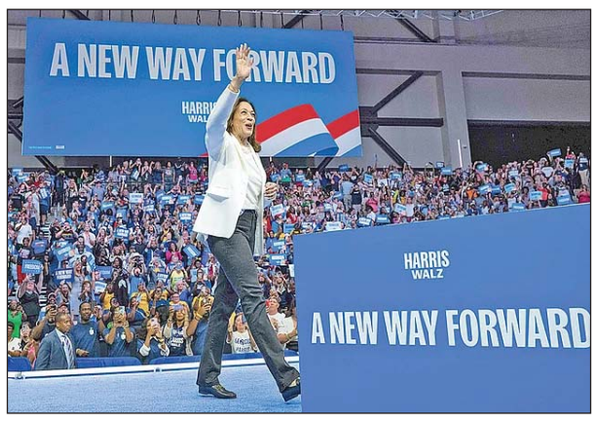

বাচ্চাদের সঙ্গে তাঁর চা খাওয়া পর্যন্ত দেখিয়েছে। রানি সম্ভবত মনে করতেন, জনপ্রিয়তার প্রতীক হিসেবে পৃথিবীতে তাঁর জন্ম হয়েছে।

১৭৭৬ সালে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র থেকে আমেরিকা মুক্ত হলেও হোয়াইট হাউস সেই ব্রিটিশরাজের অনেক আড়ম্বর এখনো ধরে রেখেছে। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্স আরেকটু এগিয়ে আছে। সেখানকার প্রজাতন্ত্র এখনো রাজকীয় জাঁকজমকে মোড়া।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের গদিতে বসার জন্য একজন প্রার্থীকে আধা রাজতান্ত্রিক কায়দায় ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্যদের মতো আচরণ করতে হয়। তাঁকে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার-আপনার মতো সাধারণ কোনো লোকের সঙ্গে বিয়ার পান করে সেই দৃশ্যের একটি দুর্দান্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হয়। যাঁরা প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে আছেন, তাঁরা ভালো করেই জানেন, তাঁরা আমাদের মতো নন। কিন্তু তাঁরাও আমাদের মতো সাধারণ মানুষ–এই ভান তাঁদের করে যেতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় কনভেনশন মঞ্চে পরস্পরকে আলিঙ্গন করা, চুমু খাওয়া এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা বিনিময়ের মতো নানা ধরনের আবেগোচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। একই ধরনের ব্যাপার অন্যান্য আমেরিকান অনুষ্ঠানেও ঘটে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় কনভেনশন মঞ্চে পরস্পরকে আলিঙ্গন করা, চুমু খাওয়া এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা বিনিময়ের মতো নানা ধরনের আবেগোচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। একই ধরনের ব্যাপার অন্যান্য আমেরিকান অনুষ্ঠানেও ঘটে থাকে।

অস্কার পুরস্কার অনুষ্ঠানের কথা ধরা যাক। সেখানে পুরস্কারজয়ী বিদেশি শিল্পীরা দু-এক কথা বলেই তাঁদের বক্তৃতা শেষ করেন। কিন্তু আমেরিকান তারকাদের বেলায় সেটি দেখা যাবে না।

পুরস্কার পাওয়ার পর ট্রফি হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমেরিকান তারকাদের ছল ছল চোখে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক থেকে বাড়ির পোষা কুকুরকে পর্যন্ত ধন্যবাদ জানাতে হয়; মানবতার প্রতি তাঁদের গভীর ভক্তি প্রকাশ করতে হয়।

প্রেম, দুঃখ, আশা এবং আনন্দের মতো ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলো সাধারণত ব্যক্তিগত পরিসরে প্রকাশের বিষয়। সেগুলো যখন মঞ্চ পরিবেশনার বিষয় হয়ে ওঠে, তখন তা সংবেদনশীলতার ভুল প্রকাশ হয়ে জনমনে ধরা দেয়।

হলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মতো রাজনীতিও আসলে একটি নির্মম প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা, যেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলোকে বিক্রি করা হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য হলিউডে এবং দলীয় কনভেনশনের প্রকাশ্য মঞ্চে প্রিয় স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়।

আমেরিকানদের ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে ‘একে অপরের খোঁজখবর নেওয়া’, ‘প্রতিবেশীদের ভালোবাসা’ এবং ‘দরিদ্র ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো’র মতো অনেক ভালো ভালো কথা বলা হয়।

অনেক আমেরিকানের ক্ষেত্রে এই সব বর্ণনা মানানসই হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যুক্তরাষ্ট্র একটি অনেক বেশি নির্মম প্রতিযোগিতামূলক সমাজ এবং এখানে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা অনেক বেশি। এখানে সফল হওয়ার জন্য ‘সেলসম্যানশিপ’ প্রয়োজন। এ কথাটি বিশেষত সেই পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে সত্য, যাঁদের অবশ্যই জনসাধারণের কাছে নিজের সেল ভ্যালু বা ‘বিক্রয়মূল্য’ বাড়াতে হবে (যেমনটি চলচ্চিত্র অভিনেতা বা রাজনীতিবিদেরা করে থাকেন)। সেই দিক থেকে এখানে রাজনীতিবিদেরা আসলে পারফরমার।

এ কারণে সাধারণ মানুষ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও রাজনীতিকদের আসল জীবন আগ্রহী থাকেন। তাঁরা চান রাজনীতিকেরা তাঁদের আসল রূপ নিয়ে তাঁদের সামনে আসবেন।

এ কারণেই আমরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গল্পগুজব করি। এ কারণেই আমরা দেখাতে চাই, একজন রাজনীতিক তাঁর স্বামী বা স্ত্রীকে কতটা ভালোবাসেন। এ কথায় আমরা তাঁদের বিশ্বস্ত স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই।

এ জন্যই অস্কারের মঞ্চে অভিনয়শিল্পীদের এবং দলের কনভেনশনে রাজনীতিকদের নিজেদের বিশ্বস্ত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ‘পারফরম্যান্স’ দেখতে পাই। যেমনটা দেখলাম, সদ্য শেষ হওয়া শিকাগোর অনুষ্ঠানে।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট : অনুবাদ

প্রথম নজর

৩ মাস উধাও বিজেপির প্রধান, পঞ্চায়েতে তালা দিলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহিষাদল

আপনজন: প্রায় ৩মাস ধরে উধাও মহিষাদল ব্লকের বিজেপি পরিচালিত বেতকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান। যার ফলে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন স্থানীয় মানুষজনেরা। তাই এবার অঞ্চল অফিসে তালা লাগিয়ে দিলেন এলাকার সাধারণ মানুষ। প্রায় কয়েক মাস ধরে নিজের বাবার ডেথ সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য ঘুরেই চলেছেন ওই অঞ্চলের বাসিন্দা সৈয়দ আবুল কাশেম। মঙ্গলবার সকালে ফের অঞ্চল অফিসে বাবার ডেথ সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য যান ওই যুবক। প্রধান না আসার ফলে মঙ্গলবার ও তিনি সার্টিফিকেট পাননি। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে অঞ্চল অফিসের মুল গেটে তালা লাগিয়ে দিলেন ওই যুবক সহ গ্রামবাসীরা। সকাল থেকেই বন্ধ হয়ে থাকে অঞ্চলের যাবতীয় পরিষেবা। উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে যায়। পরে লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে স্থানীয় দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ মহিবুল খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের তালিকায় নাম উঠে আসে বিজেপির প্রধান ও উপপ্রধানের। আর তারপর থেকেই কার্যত উধাও প্রধান এবং উপপ্রধান। এদিকে,পঞ্চায়েত প্রধান মানেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে এক কাল্পনিক ছবি।পেল্লাই বাড়ি হবে, বিলাসবহুল জীবনযাপন হবে,তা কিন্তু নয়।

কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল কালিয়াচকে

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের নৃশংসভাবে ধর্ষন করে খুন এবং দেশজুড়ে সমস্ত ধর্ষণ ও খুনের বিচার চেয়ে কালিয়াচক-১ ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।

এদিন বৈকাল ৩ টায় কালিয়াচক কংগ্রেস কার্যালয়ে কংগ্রেস কর্মীরা জমায়েত হয় এবং সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে বালিয়াডাঙ্গা মোর হয়ে কালিয়াচক চৌরঙ্গীতে এসে বিক্ষোভ দেখান।

এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে ছিলেন, দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, মালদা জেলা পরিষদ বিরোধী দলনেতা আব্দুল হান্নান, কালিয়াচক-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মিজানুর রহমান মিয়া, জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আব্দুল বারেক, এছাড়াও ব্লক ও অঞ্চল কংগ্রেস নেতৃত্বে সহ বহু কংগ্রেস কর্মীরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে ধর্ষকদের কঠোর শাস্তির দাবি উঠে আসে। এডিদনের সভায় সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, বাংলার মানুষ কার উপরে বিশ্বাস ভরসা করবেন। এইরকম দুর্ঘটনা যে ঘটেছে এই সরকারের কলকাতা পুলিশ প্রশাসন সঠিকভাবে তদন্ত করেনি তা আপনার সকলেই জানেন। আর জি কর কাণ্ডে যেভাবে চিকিৎসক মহিলার উপর নির্মম অত্যাচার হয়েছে সেই মহিলা মানুষের সেবা করতেন তাকেই এইভাবে হত্যা করা হল। তার জন্য আমরা আজকে কঠোরতম বিচার চাইতে এই কংগ্রেসের মিছিল।

ভগবানগোলায় জল গড়া নিয়ে বিবাদে মৃত্যু

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বৃষ্টির জল গড়াকে কেন্দ্র করে গত ১৬ ই আগস্ট দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বিবাদ হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে বিবাদ বন্ধ করে। পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে প্রতিবেশীকে রাস্তায় ধরে বেধড়ক মারধর করে অপর প্রতিবেশী সহ তার দলবল। রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় কলকাতার হাসপাতালে জাহাঙ্গীর শেখ(৪৪) এর মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার মৃতদেহ বাড়ি ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজন।

অভিযোগ, গত আগস্ট মাসের ১৬ তারিখ বৃষ্টির জল গড়াকে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীর শেখের সঙ্গে তার প্রতিবেশী আলী হোসেনের বিবাদ বাঁধে। জাহাঙ্গীর সহ তার ছেলেকে মারধর করে তারা। পুলিশ এসে তাদের বিবাদ বন্ধ করে।

পরবর্তীতে ১৮ই আগস্ট ভগবানগোলা থানা এবং ব্যাঙ্কে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় একা পেয়ে জাহাঙ্গীরের উপর হামলা চালায় আলী হোসেন সহ তার দলবল। পথমধ্যে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। গোপনাঙ্গে সজোরে আঘাত করার হয় বলেও অভিযোগ।

জাহাঙ্গীরকে উদ্ধার করে কানাপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত রবিবার মৃত্যু হয় তার।

ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহ ভগবানগোলার বাড়িতে পৌঁছায়। থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরেও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে মৃতের আত্মীয়রা।

মৃতের দাদা আলিম শেখ বলেন, ‘পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে এত বড় ঘটনার পরেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশ দ্রুত তাদের গ্রেপ্তার করুক।’

মৃতের ছেলে আলমগীর করিম বলেন, ‘আগের দিন আমাকে মারধর করে তারা। পরের দিন বাবাকে সুযোগ বুঝে বেধড়ক মারধর করে। মার খেয়ে বাবা সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছছে।

জামাআত নেতৃত্ব নিহত শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে ন্যায়বিচার চাইল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: গত ২৭ আগষ্ট হরিয়ানার চাখরি এলাকায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত বল্লারটোপ গ্রামের বাসিন্দা সাবির মল্লিককে গোমাংস রান্না করার কথিত অভিযোগে হত্যা করে গোরক্ষকরা।

মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ জামাআতে ইসলামী হিন্দের একটি প্রতিনিধিদল বল্লারটোপ গ্রামে নিহত সাবির মল্লিকের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে। সাবির মল্লিকের স্ত্রী শাকিলা বিবি, বাবা আবদুল কাদের গাজী, শ্যালক সুজাউদ্দিনের সাথে কথা বলেন জামাআত নেতৃত্ব।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মসিউর রহমান, রাজ্য সম্পাদক আব্দুর রহিম, সুজাউদ্দিন আহমেদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি সানোয়ার আলী পৈলান, আব্দুস সেলিম মোল্লা, সাহাবুদ্দিন তরফদার প্রমুখ।

পরিবারের সকলের একটাই দাবি এই অন্যায়ের আমরা বিচার চাই, ইনসাফ চাই আমরা। নিহতের বাবা আবদুল কাদের গাজী পরিষ্কার জানালেন, আমার ছেলের কোনো অপরাধ ছিল, সে নির্দোষ ছিলো অথচ তাকে হত্যা করা হয়েছে। একই বক্তব্য একসঙ্গে হরিয়ানায় থাকা শ্যালক সুজাউদ্দীনের।

জামাআতে ইসলামী হিন্দের পক্ষ থেকে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়। জামাআতের পক্ষ থেকে সাবিরের স্ত্রীর হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সাধারন সম্পাদক মসিউর রহমান বলেন, এই হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী খুবই পরিকল্পিত ভাবে গোটা দেশজুড়ে যে হিংসা, হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে এটি তার অংশ। মসিউর রহমান দাবি করেন, রাজ্য সরকার পরিবারের পাশে থেকে আইনি সাহায্য প্রদান করুক যাতে সাবিরের খুনিরা শাস্তি পায়। হরিয়ানার সরকারের উপরে চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে কোনো অপরাধী রেহাই না পায়। তিনি আরো দাবি জানান, সেই সঙ্গে পরিবারটিকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের পাশাপাশি নিহত সাবির মল্লিকের স্ত্রীকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। যারা রুটি-রুজির টানে ভিনরাজ্যে কাজ করছেন তাদেরও নিরাপত্তার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে রাজ্য সরকারকে।

পরিযায়ী শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে গান্ধিমূর্তি পাদদেশে সভা নওশাদের

বাইজিদ মণ্ডল ● কলকাতা

আপনজন: হরিয়ানার চরখি দাদদিতে দিন কয়েকআগে হরিয়ানায় পরিযায়ী শ্রমিক বাসন্তীর সাবির মল্লিককে গোমাংস রান্নার কথিত অভিযোগে গোরক্ষকরা পিটিয়ে হত্যা করে। তার প্রতিবাদে আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আইএসএফ দলের পক্ষ থেকে কলকাতা ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তি পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ এর আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। এদিন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিকের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে। না হলে শ্রম দফতরর ঘেরাও করা হবে বলে অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) চরম হুঁশিয়ারি দিল। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইএসএফ চেয়ারম্যান ও বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী হরিয়ানায় গো রক্ষা সমিতির হাতে গণপ্রহারে নিহত সাবির মল্লিকের পরিবারের প্রতি রাজ্য সরকার দায়সারা মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, এখনো পর্যন্ত হরিয়ানায় রাজ্য সরকারের কোন প্রতিনিধি পাঠানো হয়নি। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য তৈরি যে বোর্ড আছে, তাদেরও কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পরিবারকে একটা চাকরি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই চাকরি স্থায়ী নাকি অস্থায়ী, সেটা বলা হচ্ছে না, এটা রাজ্য সরকারকে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিক হত্যা ছাড়াও আর কর কাণ্ডের তরুণী ইন্টার্ন ডাক্তার হত্যারও তীব্র প্রতিবাদ জানা নো হয়।

এদিন নওশাদ সিদ্দিকী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সাহাবুদ্দিন গাজী। তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী এই সমাজটাকে ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন। অথচ বিপদের সময় হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। এই অবস্থান বিক্ষোভ থেকে আরজিকর কান্ডের দ্রুত বিচারের জন্য সোচ্চার হয়।এই বিক্ষোভ অবস্থানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কুতুবুদ্দিন ফাতেহী, আবদুল মালেক মোল্লা ছাড়াও সাহাদাত শাহ্, সুফিয়া বেগম প্রমুখ। সভাটি সঞ্চালনা করেন পার্টির রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি তাপস ব্যানার্জি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাহিউদ্দিন আহমেদ মাহী, মুসা কালিমুল্লাহ, বাহাউদ্দীন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ প্রমুখ।

নিহত সাবিরের বাড়িতে সাংসদ দোলা সেন

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: হরিয়ানায় নিহত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সাংসদ দোলা সেন। হরিয়ানায় গো মাংস খাওয়ার অভিযোগে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিক কে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েন তার পরিবার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ শাসক দল তৃণমূল ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। আর সেই মতোই মঙ্গলবার দুপুরে পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল নেত্রী ও রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। তিনি মৃতের পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এরপর তিনি বলেন, মৃতের পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখেছেন। ওই পরিবারের একজন সদস্যের কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু বিজেপি শাসিত ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকার যে সমস্ত রাজ্যে রয়েছে , সেই সব রাজ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। এই নিয়ে রাজ্যসভায় একটি আইন আনা দরকার।

হজ প্রশিক্ষণ শিবির হল কেশপুরে

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: মঙ্গলবার হজ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হল কেশপুর অডিটোরিয়ামে । রাজ্য হজ কমিটির পক্ষ থেকে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন কেশপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম এলাকার ইমাম ও মোয়াজ্জিনগণ। প্রশিক্ষণ পর্বে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যন্ড ডেপুটি কালেক্টর ডঃ আলি মহম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, কেশপুর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ, কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়াই, কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ হাবিবুর রহমান, সংখ্যালঘু দপ্তরের জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকরা। জেলা জুড়ে বিভিন্ন ব্লকে এই প্রশিক্ষণ হচ্ছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যন্ড ডেপুটি কালেক্টর ড. আলি মহম্মদ ওয়ালিউল্লাহ বলেন, জেলা জুড়ে প্রায় ৫০০ জন হজযাত্রীকে হজের জন্য নিয়ে যাওয়া যাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায়। সেইসব বিষয়ে সচেতন করতেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন কেশপুরে।

জামাআতের সংবাদ বৈঠক উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ায় জামা’আতে ইসলামী হিন্দের মহিলা শাখার পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে আরজি করের ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক।বৈঠক থেকে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মঞ্জুরা খাতুন বলেন,”নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি” শিরোনামে চলমান ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল জাতি,ধর্ম,বর্ণ,লিঙ্গ,ধর্ম বা অঞ্চল নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য মৌলিক অধিকার ও মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করা। সংগঠনের হাওড়া জেলা সভাপতি ডাঃনুর আহমাদ মোল্লা বলেন,”এই ক্যাম্পেইনের অধীনে সিম্পোজিয়াম,সেমিনার,জনসভা,পথসভা,কর্ণার মিটিং,গেট-টুগেদার,সম্মেলন,চা পার্টি,গ্রুপ মিটিং,জুমার নামাযে খুতবা ইত্যাদির আয়োজন করা হবে।বিভিন্ন ভাষায় বই-পত্র,পুস্তিকা,হ্যান্ডবিল,ফোল্ডার,ব্যানার মানুষের কাছে বিতরণ করা হবে।এদিনের এই সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক,জেলা সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সভানেত্রী রোকেয়া মোল্লা।

হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার করলেন পুরসার যুবকরা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গোটা চত্বর পরিষ্কার করলো স্থানীয় একদল যুবক। তারা সবাই পুরসা গ্রামের বাসিন্দা। সকালে ঝাটা, কাস্তে, স্প্রে মেশিন নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে হাজির হন কুড়ি বাইশ জন যুবক। তারপর অপরিষ্কার জায়গা গুলি ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করার পাশাপাশি স্প্রে মেশিন দিয়ে মাধ্যমে কীটনাশক প্রয়োগ করেন। রুগি ও রুগির আত্বীয় পরিজনদের সুবিধার্থে পুকুরের পাশে থাকা শৌচালয়ে যাবার রাস্তাও পরিষ্কার করতে দেখা যায় তাদের। ডেঙ্গু সহ বিভিন্ন পতঙ্গবাহী রোগ প্রতিরোধ করতে হাসপাতালে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়। যুবকদের কাজ দেখে উৎসাহিত হয়ে হাত লাগান হাসপাতাল কর্মী সহ কয়েকজন টোটো চালক।

যুবক আফরোজ মন্ডল বলেন, পুরসা যুবক সমাজ বন্ধু নামক সংগঠন থেকে আমরা এসেছি। দীর্ঘদিন ধরে দেখছি হাসপাতাল অপরিষ্কার আছে। কিছু কিছু জায়গায় জল জমছে। সেগুলি আমরা পরিষ্কার করলাম। কিছুদিন পর আবার পরিষ্কার করবো। হাসপাতালকে ভালবাসি তাই পরিষ্কার করছি। হাসপাতালের বিএমওএইচ ডাঃ পায়েল বিশ্বাস বলেন খুব সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়েছে পুরসার যুবকরা। তাদের এই মহতি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। ওই কাজের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

দুষ্কৃতী কখনও ডাক্তার হতে পারেন না, মিছিলে দাবি জুনিয়র ডাক্তারদের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আরজি কর মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসক খুনের ঘটনায় সমগ্র রাজ্যজুড়ে উত্তাল। খুনের বিচার তথা ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে দল-মত নির্বিশেষে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ মিছিল ধরনা ইত্যাদি কর্মসূচির মধ্যে প্রতিবাদে সোচ্চার। অনুরূপ মঙ্গলবার রামপুরহাট মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে গণমিছিলের ডাক দেন।সেই প্রেক্ষিতে এদিন বিকেলে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।প্রতিবাদ মিছিলে রামপুরহাট শহরের সাধারণ মানুষজনও অংশগ্রহণ করেন । মিছিলটি পাঁচ মাথায় এসে শেষ হয়। সেখানে মানববন্ধনে আবদ্ধ হলে পাঁচমাথা মোড় অবরুদ্ধ করে দেয়া হয়। এর ফলে কিছুক্ষণ রাস্তায় যান চলাচল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের পথ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।পাশাপাশি ধর্ষক, অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং ঘটনায় যারা জড়িত এরূপ তিনটি প্রতিকী হিসেবে পাঁচমাথা মোড়ে তিনটি কুশ পুতুল দাহ করা হয়। জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে বক্তব্য যে প্রতিটি মেডিকেল কলেজের মধ্যে যে থেড সেন্ডিকেট তা ভাঙতে হবে। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ দিচ্ছে ডাক, থ্রেড কালচার নিপাত যাক। বহু দূর্নীতির তথা আর্থিক তছরূপ অভিযোগে সিবিআই এর হাতে গ্রেফতার সন্দীপ ঘোষ। একজন ক্রিমিনাল কখনো ডাক্তার হতে পারে না বলে জুনিয়র ডাক্তারদের বক্তব্য।

মালদায় অনুষ্ঠিত হল ইমাম সংগঠনের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদায় সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া ইমাম এসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ওয়াকফ সম্পত্তি, হজ সচেতনতা, এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মালদা জেলার কয়েকশো ইমাম ও মুয়াজ্জিনগরের উপস্থিতিতে, সভায় শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, টিকাকরণের গুরুত্ব, এবং ধর্ষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সভায় বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি। তারা আরও জানান, মুসলিম সমাজকে শিক্ষিত করতে এবং সচেতন করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়াও, ওয়াকফ সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং হজ যাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য সচেতনতা শিবির আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা হয়।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন এই ইমাম এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ বাকীবিল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল্লাহ সহ আরো অনেকেই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নির্মীয়মান বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হল শ্রমিকের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বহুতল নির্মাণ তৈরির সময় উঁচু থেকে মাথায় নির্মান সামগ্রী বোঝাই ডুলি ছিঁড়ে পড়ে মৃত্যু হল এক নির্মাণ শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মিলমোড় এলাকায়। মৃত শ্রমিকের নাম অশোক হেমব্রম। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িকভাবে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মিলমোড় এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই একটি বহুতল নির্মাণের কাজ চলছে। অন্যান্যদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বহুতলের গা ঘেঁষে কাজ করছিলেন নির্মাণ শ্রমিক অশোক হেমব্রম। আচমকাই তার ছিঁড়ে নির্মাণ সামগ্রী বোঝাই ডুলি তার মাথায় এসে পড়ে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে মৃত্যু হয় ওই নির্মাণ শ্রমিকের। জানা গেছে ওই নির্মাণ শ্রমিকের বাড়ি কোতুলপুর থানার বাগরোল আদিবাসী পাড়ায়।

শান্তিপুর পৌরসভায় বিক্ষোভ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার শান্তিপুর পৌরসভায় তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে বেতন বাড়ানোর দাবিতে পৌরসভার সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করে অস্থায়ী কর্মচারীরা। পরবর্তীতে পৌর পিতার ঘরের সামনে ধর্নায় বসে তারা। স্বজন পোষণ এবং বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে পৌরসভার গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ পৌরসভার তৃণমূল পরিচালিত শ্রমিক সংগঠনের অস্থায়ী কর্মীদের। পৌরসভার অস্থায়ী কর্মী জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, ৩৫০ জন অস্থায়ী কর্মী আছে শান্তিপুর পৌরসভায় এবং চেয়ারম্যান স্বজন পোষণ করছে। অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করছে না।

হুগলি পুলিশের ‘সাইবার পাঠশালা’

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: হুগলি গ্রামীন পুলিশের উদ্যোগে “সাইবার পাঠশালা” শিবির ক্যাম্প করা হয় হরিপালের একটি সভা কক্ষে। হরিপাল, তারকেশ্বর ও সিঙ্গুর ব্লকের ছাত্র ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা এই সচেতন মূলক কর্মসূচি তে অংশ গ্রহন করেন। মূলত অনলাইন লেনদেনে প্রতরণা, সমাজ মাধ্যমে প্রতরণা, লোন দেওয়ার নামে প্রতরণা, প্রলোভন মূলক ফোন কল ,আঁধার জালিয়াতি সহ একাদিক বিষয়ে সাইবার প্রতরণা কিভাবে হয় এবং প্রতারণা হওয়ার আগে পযন্ত কি কি করা উচিত প্রত্যেকেটি বিষয়ের উপর হাতে নাতে শেখানো হয় ছাত্র ছাত্রী থেকে অভিভাবক দের। তিন দিন ধরে চলবে এই কর্মসূচি। সাইবার পাঠশালা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পুলিশ সুপার সহ কামনাশীষ সেন সহ জেলা পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসার থেকে পুলিশ কর্মীরা।

কান্নাভেজা চোখে লুইস সুয়ারেজের অবসরের ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন লুইস সুয়ারেজ। ৩৭ বছর বয়সী উরুগুইয়ান তারকা সোমবার জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সময় আগামী শনিবার ভোরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলবেন।

লিভারপুল ও বার্সেলোনার সাবেক এই স্ট্রাইকারই আন্তর্জাতিক ফুটবলে উরুগুয়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ১৪২ ম্যাচ খেলে ৬৯ গোল করেছেন একুশ শতকের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার।

উরুগুয়ে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচটি খেলবে নিজেদের মাঠে। সেই ম্যাচের আগে মন্টেভিডিওর সেন্টেনারিও স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনেই অশ্রুসজল চোখে অবসরের ঘোষণা দেন সুয়ারেজ, 'বলতে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। তবু জানাচ্ছি, আগামী শুক্রবারই জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলব আমি।'

কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি কোপা আমেরিকার শিরোপাকে হাতছাড়া করতে রাজি নই। আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সেরা মুহূর্ত এটি। আবারও বলছি, কোনো কিছুর সঙ্গে আমি এটাকে অদলবদল করতে রাজি নই।

২০০৭ সালে উরুগুয়ের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলা সুয়ারেজ বললেন সঠিক সময়েই আন্তর্জাতিক ফুটবল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'আমি জানি, পরের বিশ্বকাপে খেলা আমার জন্য কঠিন হতো। চোটের কারণে নয়, নিজের ইচ্ছায় অবসর নিচ্ছি। এটা অনেক বড় ব্যাপার।'

উরুগুয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উরুগুয়ের হয়ে চারটি বিশ্বকাপ খেলেছেন লুইস সুয়ারেজ, খেলেছেন পাঁচটি কোপা আমেরিকাও। ২০১১ সালে উরুগুয়েকে কোপা আমেরিকায় চ্যাম্পিয়ন করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সুয়ারেজই। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন, করেছিলেন ৪ গোল। গোল চারটির শেষটি সুয়ারেজ করেছিলেন ফাইনালে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে। ম্যাচটি ৩-০ গোলে জেতে উরুগুয়ে।

সেই কোপা আমেরিকার জয়টাকেই ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অর্জন ভাবেন সুয়ারেজ, 'কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি কোপা আমেরিকার শিরোপাকে হাতছাড়া করতে রাজি নই। আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সেরা মুহূর্ত এটি। আবারও বলছি, কোনো কিছুর সঙ্গে আমি এটাকে অদলবদল করতে রাজি নই।'

শুধু গোলের পর গোল করার জন্যই নয়, আন্তর্জাতিক ফুটবল সুয়ারেজকে মনে রাখবে বিতর্কিত কিছু ঘটনার জন্য। ২০১৪ বিশ্বকাপে ইতালির জর্জো কিয়েল্লিনিকে কামড়ে দিয়ে চার মাস নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। চার বছর আগের বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে ঘানার বিপক্ষে গোললাইন থেকে হাত দিয়ে বল ঠেকিয়ে নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছিলেন। তাতে লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বের হয়ে যেতে হলেও দলের হার ঠেকিয়েছিলেন। সুয়ারেজের হ্যান্ডবলে পাওয়া পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হওয়া ঘানা পরে টাইব্রেকারে হেরে যায় উরুগুয়ের কাছে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ছাড়লেও ক্লাব ফুটবল চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন লিওনেল মেসির সঙ্গে এমএলএস ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলা সুয়ারেজ।

ভারতের দাবি মানল না আইসিসি, টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল ইংল্যান্ডেই

আপনজন ডেস্ক: আইসিসি সিইও জিওফ অ্যালার্ডাইস, আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের ২০২৫ সংস্করণের তারিখ ঘোষণা করেছেন। যা ক্রিকেট ক্যালেন্ডার-এ একটি অত্যন্ত প্রত্যাশিত ইভেন্ট হয়ে উঠেছে। লর্ডস প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আয়োজন করবে। ২০২৫ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হবে ইংল্যান্ডে। মঙ্গলবার বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি এই ঘোষণা দেয়। এর আগে গত বছরের জুনে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ফাইনালে হারে ভারত। পরে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের ভেন্যু নিয়ে আপত্তি তোলেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। গত বছরের ১১ই জুন অজিদের সঙ্গে হারের পর ভেন্যু নিয়ে আপত্তি জানিয়ে রোহিত বলেন, 'শুধু ইংল্যান্ডে কেন ফাইনাল হবে। অন্য দেশেও তো ফাইনাল হতে পারে।' তবে অন্য দেশে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দাবি মানেনি আইসিসি। গত দু'বার টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল ইংল্যান্ডের ওভালে। ২০২৫ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হবে সেই ইংল্যান্ডেই, তবে এবার হবে লর্ডসে। আইসিসি জানায়, ১১ই জুন থেকে ফাইনাল খেলা শুরু হবে। পাঁচ দিনের খেলা শেষ হবে ১৫ই জুন। ১৬ই জুন রিজার্ভ ডে হিসাবে রাখা হয়েছে। আইসিসির সিইও জিওফ অ্যালার্ডিস আশা করছেন, এবারও স্টেডিয়াম ভরে যাবে দর্শকে। জিওফ বলেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে। যে দুই দেশ ফাইনালে খেলে, তাদের বাইরে অন্য দেশের সমর্থকেরাও এই খেলা দেখতে যান। এবারও সেই দৃশ্যই দেখা যাবে আশা করছি। কারণ ইংল্যান্ডে টেস্টের প্রচুর দর্শক।' টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়া ৯ দেশ একে অপরের সঙ্গে সিরিজ খেলে থাকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপার জন্য। ২ বছর পরপর হয় ফাইনাল। পয়েন্টের শতাংশ অনুযায়ী শীর্ষে থাকা দুই দল ফাইনালে মুখোমুখি হয়। প্রথমবার ২০২১ সালে ফাইনাল খেলেছিল ভারত ও নিউজিল্যান্ড। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয় ব্ল্যাককাপসরা। ২০২৩ সালে আবারো ফাইনালে যায় ভারত। এসময় তারা অস্ট্রেলিয়ার সামনে পড়ে এবং আবার হারে ভারত।

এবারও এখন পর্যন্ত পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে আছে ভারত।

সিএবি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটার অনুষ্টুপ, 'জেন্টলম্যান' পুরস্কার পেলেন অভিষেক পোড়েল

আপনজন ডেস্ক: সিএবি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে নির্বাচিত হলেন অনুষ্টুপ মজুমদার। অন্যদিকে, জীবনকৃতির সম্মান পাচ্ছেন প্রণব রায়।

আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান রয়েছে। সেইদিনই তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। গত কয়েকটি মরশুম জুড়েই বাংলা দলের হয়ে অন্যতম একজন ধারাবাহিক ক্রিকেটার হলেন অনুষ্টুপ মজুমদার। যখনই বাংলা বিপদে পড়েছে, তখনই ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন অনুষ্টুপ। এমনকি, গতবার রঞ্জিতেও পাঁচশোর উপর রান করেন অনুষ্টুপ। সেইসঙ্গে, রঞ্জিতেও বাংলার হয়ে সবচেয়ে বেশি রান তাঁরই। আর ব্যাটিং গড় প্রায় ষাটের উপর। স্বাভাবিকভাবে তাঁকেই বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

অপরদিকে জেন্টলম্যান ক্রিকেটারের পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে অভিষেক পোড়েলকে। এছাড়া অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে রূপঙ্করের গান।

এর বাইরে অবশ্য বাংলা টিম নিয়ে আরও একটা খবর থাকছে। দুবরাজপুরে বেশ কিছুদিন ক্যাম্প করে এসেছে বঙ্গ ক্রিকেট টিম। ফলে, দিন কয়েকের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল ক্রিকেটারদের। এদিন থেকে আবার পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ইডেনের ইন্ডোরে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিল বাংলা। আপাতত সেখানেই ২ সপ্তাহ ট্রেনিং চলবে। একইসঙ্গে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলারও পরিকল্পনা রয়েছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের। শোনা যাচ্ছে, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে তিনটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলা।

আগামী ২০ সেপ্টেম্বর শহরে চলে আসছে পাঞ্জাব ক্রিকেট দল। কল্যাণীতেই সবকটি ম্যাচ খেলা হবে। তারপরই প্রথম ম্যাচের জন্য রঞ্জি ট্রফির চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবে বাংলা। উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এবারের রঞ্জি অভিযান শুরু করবে বাংলা।

উল্লেখ্য, গতবার গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল টিমকে। এবার অবশ্য দলের ভালো পারফরম্যান্স নিয়ে আশাবাদী সবাই।

সাদা বলেও ইংল্যান্ডের কোচ হচ্ছেন ম্যাককালাম

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালের মে মাসে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের দায়িত্ব নেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। পরবর্তী সময়ে অধিনায়ক বেন স্টোকসকে সঙ্গে নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ধারা বদলে দেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক। ম্যাককালাম-স্টোকস জুটির 'বাজবল' ক্রিকেট-দর্শন বেশ দাপটও তৈরি করেছে ক্রিকেট বিশ্বে। টেস্ট ক্রিকেটে সেই দাপটের ধারা এবার ওয়ানডেতেও প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ইংল্যান্ড। সে লক্ষ্যে লাল বলের পর এবার ইংল্যান্ডের সাদা বলের সংস্করণেও কোচের দায়িত্বও দেওয়া হলো ম্যাককালামকে। সাবেক এই কিউই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান স্থলাভিষিক্ত হবেন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু মটের। ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভরাডুবি ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার জেরে ৩০ জুলাই ইংল্যান্ডের কোচের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেন মট। এর পর থেকেই শূন্য ছিল সাদা বলের সংস্করণে ইংল্যান্ডের প্রধান কোচের পদ। ম্যাককালামকে এবার তিন সংস্করণেই কোচ বানাল ইংল্যান্ড। নিজেদের ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়ে ম্যাককালামকে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। বিবৃতিতে ইসিবি জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের ভারত সফর এবং আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সামনে রেখে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে দুটি দায়িত্বে কাজ শুরু করবেন ম্যাককালাম। ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে তাঁর চুক্তি বলবৎ থাকবে ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত। ব্রডের প্রশ্ন, 'স্টোকস কোচিং করাবে, ম্যাককালামের কাজ কী'

ম্যাককালাম দায়িত্ব নেওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজে ইংল্যান্ডের কোচ হিসেবে কাজ করবেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মার্কাস ট্রেসকোথিক। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ম্যাককালাম বলেছেন, 'আমি টেস্ট দলের সঙ্গে নিজের সময়টা দারুণ উপভোগ করছি। আমি সাদা বলের ক্রিকেটে নিজের বর্ধিত দায়িত্ব নিয়ে রোমাঞ্চিত। এই নতুন চ্যালেঞ্জ এমন কিছু, যা আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমি জস বাটলার (অধিনায়ক) এবং দলের সঙ্গে মিলে কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী। পাশাপাশি রব কি'র (ডিরেক্টর অব ক্রিকেট) যে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি সেটাও এমন কিছু যার সঙ্গে আমি একাত্মবোধ করি।'

হ্যারি পটার নই, লিভারপুলের কাছে হেরে ম্যানইউ কোচ

আপনজন ডেস্ক: জয় দিয়ে প্রিমিয়ার লিগ শুরু করলেও বিপরীত চিত্র দেখেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেয়েছে তারা। সবশেষ হারটি আবার ঘরের মাঠে। গতকাল লিভারপুলের কাছে ৩-০ গোলেই বিধ্বস্ত হয়েছে ম্যানইউ। এমন হারের পর তাই স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা হচ্ছে কোচ এরিক টেন হাগের। সঙ্গে সবশেষ মৌসুমের বাজে পারফরম্যান্সের প্রভাব তো আছেই। ম্যাচ শেষে তার কাছে ফল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বিরক্ত হয়ে ম্যানইউ কোচ জানান, তিনি হ্যারি পটার নই। সংবাদমাধ্যমকে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জনপ্রিয় কাল্পনিক চরিত্র হ্যারি পটারকে টেনে আনেন টেন হাগ।

তিনি বুঝাতে চাইছেন হ্যারির মতো চাইলেই জাদুবলে ম্যাচের পারফরম্যান্স নিজেদের পক্ষে আনতে পারেন না। তিন বলেন,'আমি হ্যারি পটার নই। আপনাদের এটা বুঝতে হবে। এই মৌসুমে তিন জন খেলোয়াড় প্রথমবারের মতো শুরুর একাদশে সুযোগ পেয়েছে।

দলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে বলে বোঝাতে চেয়েছেন টেন হাগ। তাই সমর্থকদের ধৈর্য ধরতে হবে। শুরুটা ভালো না হলেও মৌসুম শেষে তার দল শিরোপা জিতবে বলে এমন বিশ্বাস তার। ডাচ কোচ বলেছেন,' মৌসুমের তৃতীয় ম্যাচ এটি। এটা নিয়ে অনেকবারই ব্যাখ্যা করেছি যে, আমাদের নতুন একটা দল গঠন করতে হচ্ছে। আমরা ভালো করব এবং এটা পরিস্কার যে আমাদের উন্নতি করতে হবে। খুবই আত্মবিশ্বাসই যে, মৌসুম শেষে আরেকটি ট্রফি জয়ের বড় সুযোগ পাবো আমরা।'

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ইতিহাসিক জয়

আপনজন ডেস্ক: রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বড় পর্দায় লেখা উঠছে–জয়ের জন্য বাংলাদেশের দরকার ১২ রান। ক্রিজে থাকা সাকিব আল হাসান ও মুশফিকুর রহিম দুটি সিঙ্গেল ও এক বাউন্ডারিতে সংখ্যাটাকে কমিয়ে আনেন ৬-এ, এরপর ৪-এ। সেই কাঙ্ক্ষিত ৪ রান আসে সাকিবের ব্যাট থেকে। ৫৬তম ওভারে আবরার আহমেদের বল কাভারে ঠেলে দিয়ে বাউন্ডারি তুলে নিলেই ইতিহাসের জন্ম দেয় বাংলাদেশ। প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ১০ উইকেটে হারানোর পর দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেটের অবিশ্বাস্য জয়ে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করল নাজমুলের দল। ইতিহাস গড়ার মঞ্চটা গতকালই গড়ে বাংলাদেশ। প্রথমে হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানার আগুনে বোলিং, পরে জাকির হাসানের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট থেকে প্রায় ছিটকে পড়ে পাকিস্তান। চতুর্থ ইনিংসে পাকিস্তানের ১৮৫ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে কাল বিকেলে ৭ ওভারে ৪২ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ। পঞ্চম দিন জয়ের জন্য বাংলাদেশের দরকার ছিল ১৪৩ রান। আজ ৪ উইকেট হারিয়েই বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে পৌঁছেছে। এ নিয়ে পঞ্চমবার বাংলাদেশ টেস্টে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল। এর আগে দুবার করে সিরিজ হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। আগের দিন বিকেলে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ইনিংস শুরু করা জাকিরের ইনিংসটি আজ সকালে দীর্ঘ হয়নি। দিনের পঞ্চম ওভার মির হামজা খুঁজে নেন 'পারফেক্ট লেংথ'। অফ স্টাম্প থেকে ছোট্ট সিম মুভমেন্টে বেরিয়ে যাওয়া বলে সামনের পায়ে খেলতে গিয়ে বোল্ড হন জাকির। ৩৯ বলে ৩টি চার ও ২টি ছক্কায় ৪০ রানে থামে জাকিরের ইনিংস। বাংলাদেশের রান তখন ৫৮।

আরেক ওপেনার সাদমানও ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। ১৭তম ওভারে খুররাম শেহজাদের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে আলগা ড্রাইভ করে ক্যাচ আউট হন তিনি। ২৪ রানে থামে সাদমানের ইনিংস। জোড়া উইকেট পতনের পর নাজমুল ও মুমিনুলের জুটি গড়েন। শুরুতে কিছু আলগা শট খেললেও ক্রিজে সময় কাটানোর পর দুজনকেই আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। দুজনের সৌজন্যে মধ্যাহ্নবিরতির আগেই বাংলাদেশের রান এক শ ছাড়ায়। দুজনের জুটিও ৫০ ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু মধ্যাহ্নবিরতির পর ভুল শট খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন দুজনই। সালমান আলী আগার বলে শর্ট লেগে ক্যাচ তোলেন নাজমুল, পরে আবরারকে মারতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন মুমিনুল। ৮২ বলে ৩৮ রানে থামে নাজমুলের ইনিংস। মুমিনুলের ব্যাট থেকে আসে ৭১ বলে ৩৪। থিতু হয়ে আউট হলেও দুজনের ৩০ ছাড়ানো ইনিংসের সৌজন্যে জয়ের আরও কাছে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। সাকিব ও মুশফিক, টেস্ট দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ দুই ক্রিকেটার ৩২ রানের অপরাজিত জুটি গড়েন। সাকিব শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ২১ রানে, মুশফিক ২২ রানে। এর আগে সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন বৃষ্টিতে ভেসে গেলেও দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামা পাকিস্তানকে মেহেদী হাসান মিরাজের ৫ উইকেটের সৌজন্যে ২৭৪ রানে অলআউট করে বাংলাদেশ। জবাবে বাংলাদেশ দল পড়ে ব্যাটিং বিপর্যয়ে। নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৬ রান তুলতেই ৬ উইকেট হারিয়ে বসে বাংলাদেশ। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলাদেশকে টেনে তোলেন লিটন দাস ও মেহেদী হাসান মিরাজ। দুজনের ১৬১ রানের রেকর্ড জুটি বাংলাদেশকে বিপদ মুক্ত করে। মিরাজ ৭৮ রান করে আউট হন। কিন্তু লিটন ১৩৮ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে বাংলাদেশকে নিয়ে যান ২৬২ রানে। ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছে লিটনেরই হাতে। পাকিস্তানের হয়ে খুররাম শেহজাদ নিয়েছেন ৬ উইকেট। ১২ রানের লিড পাওয়া পাকিস্তান তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭২ রানে অলআউট হলে বাংলাদেশের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৮৫ রান। বাংলাদেশের হয়ে পেসার হাসান মাহমুদ নিয়েছেন ৫ উইকেট, নাহিদ রানা ৪ উইকেট।

পাকিস্তান: ২৭৪ ও ১৭২
বাংলাদেশ: ২৬২ ও ১৮৫/৪
ফল: বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জয়ী।

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট

জয়ের পর দুঃসংবাদ শুনল রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: নতুন মৌসুমে গতকাল প্রথমবার শুরুর একাদশে সুযোগ পান দানি সেবায়োস। সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে নামার সময় হয়তো খুশি হয়েছিলেন এই ধারা আগামীতেও ধরে রাখবেন রিয়াল মাদ্রিদের মিডফিল্ডার। তবে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ের ম্যাচে যা হয়েছে তা ঘুণাক্ষরে হয়তো কল্পনাও করেননি তিনি।

আসলে খেলোয়াড় তো দূরে থাক তার প্রতিদ্বন্দীও হয়তো এমনটা চাইবেন না।

তবে অনিশ্চয়তার এই খেলায় সেবায়োস যা কল্পনা করেননি তাই হয়েছে। মৌসুম শুরু হতে না হতেই রিয়ালের হয়ে তার অনেকটা শেষ হয়েছে। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

সেবায়োসের চোটের বিষয়ে এক বিবৃতি দিয়ে রিয়াল লিখেছে,'আমাদের খেলোয়াড় দানি সেবায়োসের রিপোর্ট হাতে পাওয়া গেছে। তার ডান গোড়ালির লিগামেন্ট গ্রেড-৩ পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।' রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ৬৫ মিনিটে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে চোট পান সেবায়োস। ২৮ বছর বয়সি মিডফিল্ডারের চোট রিয়ালের জন্য বড় ধাক্কার। কারণ ইতিমধ্যে নিয়মিত একাদশের দুই মিডফিল্ডারকে চোটের কারণে পাচ্ছে না লা লিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**